لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৫তম বর্ষ ।। ১৮শ সংখ্যা

১৭ই শওয়াল, ১৪১৪ হিঃ ।। ১৭ই চৈত্র, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৪ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ১৮তম সংখ্যা (৫৫তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৫

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

সংগ্রহ ও অনুবাদ : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৭

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) ৯

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী

বিশেষ গুরুত্বহ

জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ২৯

আপনার পত্র পেলাম

জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ৩১

ছোটদের পাতা

পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩২

সংবাদ ৩৩

আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম ৩৭

আপনার সন্ধানে আছি ৪৬

সম্পাদকীয় ঃ ৪৭

কালামুল ইমাম

দোয়া তৃণখণ্ডকে কড়ি কাঠের শক্তি দান করতে পারে

"দোয়া এরূপ এক শক্তি যা তৃণখণ্ডকে কড়ি কাঠের শক্তি দান করতে পারে আর দোয়ার মাধ্যমেই বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত হয়। আপনার উপদেশের বিন্দু বিফলে যাবে এবং আশে পাশের পিপাসার্ত ভূমি উহাকে আত্মস্থ করে উহার চিহ্নও অবশিষ্ট রাখবে না। হ্যাঁ, যদি দোয়ার সৌভাগ্য উহার লাভ হয় তাহলে অবশ্যই উহা সিন্ধুতে পরিণত হবে। সমগ্র বিশ্বের পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করুন। অতএব দোয়ার মাধ্যমে স্বীয় জন্মভূমিরও সেবা করুন। যালেমদের হাতকে নিবৃত্ত করে মযলুমকে সাহায্য করুন এবং উপদেশ দিতে থাকুন যেন জগতে সত্যতা সমুন্নত হয় আর পরিশেষে মানুষের বোধোদয় হয়।"

[হযরত খলীফতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)]

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৫তম বর্ষ : ১৮তম সংখ্যা

৩১শে মার্চ, ১৯৯৪ : ৩১শে আমান, ১৩৭৩ হিঃ শামসী : ১৭ই চৈত্র, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আল্ কিয়ামা-৭৫

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

২। না, (১) আমি কিয়ামত দিবসের কসম খাইতেছি।

৩। পুনরায় (বলিতেছি) না আমি পুনঃপুনঃ ভর্ৎসনাকারী আত্মার (২) কসম খাইতেছি, (যে, কিয়ামত দিবস অবশ্যম্ভাবী)।

৪। মানুষ কি ধারণা করে যে, আমরা তাহার অস্থিসমূহকে কখনও একত্রিত করিব না?

১। এখানে এই 'লা' শব্দটির তাৎপর্য হইল, 'তাহারা যেরূপ মনে করে, বিষয়টা সেরূপ নহে।' সময় সময়, 'লা' শব্দটি আপত্তি খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয় অথবা পূর্বে যাহা হইয়াছে অথবা ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় (মুফরাদাত, লেইন)।

২। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির বড় বড় স্তর রহিয়াছে বলিয়া কুরআন উল্লেখ করিয়াছে। প্রথম স্তরটিকে বলা হইয়াছে 'নফ্‌সে আম্মারা' বা মন্দকাজের আদেশ প্রদানে তৎপর আত্মার স্তর। এই স্তরে মানুষের পাশবিক বা জনৈক শক্তির প্রাধান্য থাকে। দ্বিতীয় স্তরটি হইল 'নফ্‌সে লাউওয়ামা'র স্তর বা 'ভর্ৎসনাকারী আত্মা'র স্তর। এই স্তরে মানুষের জাগ্রত বিবেক মন্দ কাজের জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করে এবং তাহার পাশবিক ইন্দ্রিয়-সমূহসহ মানসিক ক্ষুধাগুলিকে পরাভূত করে। ইহাই তাহার নৈতিক পুনরুত্থানের ধাপ। আর সেজন্যই এই পুনরুদ্ধার বা পুনরুত্থানকে কিয়ামত বা সর্বশেষ পুনরুত্থানের সাক্ষীরূপে এখানে পেশ করা হইয়াছে। যদি কোন দায়িত্বই না থাকে এবং পরবর্তী জীবনে যদি তাহার কার্যাবলীর হিসাব দিতে না হয়, তাহা হইলে মন্দ কাজ করিয়া সে বিবেকের তাড়না খায় কেন? আধ্যাত্মিক তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তর হইল 'নফসে মুৎমায়িন্নাহ' (শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা)। এই স্তরে পৌঁছিয়া আত্মা সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে। ভুলভ্রান্তি ও পাপা-সক্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সহিত তাহার ইচ্ছা একাকার হইয়া যায়।

৫। না, বরং আমরা তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলিকেও পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম। (৩)
৬। তথাপি মানুষ অনবরত তাঁহার সম্মুখে পাপাচারে লিপ্ত থাকিতে চাহে।
৭। সে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামতের দিন কখন হইবে?'
৮। অতএব যখন চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাইবে,
৯। এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে,
১০। এবং সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে, (৪)
১১। সেদিন মানুষ বলিবে, 'পালাইবার স্থান কোথায়?'
১২। কখনও না, কোন আশ্রয়স্থল নাই।
১৩। সেদিন কেবল তোমার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল হইবে।
১৪। সেদিন ইনসানকে অবহিত করা হইবে যাহা সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং যাহা সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। (৫)

৩। 'বানান' (আঙ্গুলের অগ্রভাগ) বলিতে মানুষের দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সকল প্রকার শক্তি-সামর্থ্যকেই বুঝাইয়াছে। কেননা, আঙ্গুলের সাহায্যে মানুষ প্রয়োজনীয় বস্তু ধরে এবং প্রয়োজনে আত্মরক্ষার কাজ করে। শব্দটি দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গকেও বুঝাইতে পারে, কারণ অনেক সময় বস্তুর অংশ দ্বারা সমস্ত বস্তুটাই বুঝায় (যেমন 'এবার মাথা গণনা হইবে' বাক্যে মাথা অর্থ মানুষ)। আয়াতটির তাৎপর্য হইল: আল্লাহ্‌ একটা মানুষের বা একটা জাতির মৃত্যু ও ধ্বংসের পরেও তাহাকে বা সেই জাতিকে সকল শক্তিনিচয়সহ পুনরুজ্জীবনের পূর্ণ সামর্থ্য রাখেন।

৪। 'সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হইবে'—এই বাক্যটির দ্বারা 'সৌরজগতের মহা বিপর্যয় ঘটিবে' বুঝাইতে পারে। আয়াতটির অন্য অর্থ হইতে পারে এই: আরব ও ইরান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবে; কারণ 'চন্দ্র' হইল আরব জাতির ক্ষমতার প্রতীক এবং 'সূর্য' ইরানের ক্ষমতার প্রতীক। ইহা ছাড়াও আয়াতটির অন্য অর্থ হইতে পারে: মহানবী (সাঃ)-এর একটি হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর আগমনের সময় তাঁহার সত্যতার চিহ্নস্বরূপ একই রমযান মাসে চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ হইবে। (বায়হাকী, দারকুৎনী) যদিও ইহা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিবে, তথাপি ইহাতে অস্বাভাবিকতাও পরিলক্ষিত হইবে। এই আয়াতটিতে উপরোক্ত হাদীসের ঘটনার প্রতিও ইঙ্গিত থাকিতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ১৮৯৪ খৃষ্টীয় সনের রমযান মাসে এই চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয়।

৫। 'যাহা সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং যাহা সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে' অর্থঃ যেসব মন্দ পাপকর্ম সে করিয়াছিল অথচ করা উচিত ছিল না এবং যেসকল ভাল ও পুণ্যকর্ম তাহার করা উচিত ছিল অথচ তাহা করে নাই। মোটামুটি অর্থঃ তাহার কৃত-পাপ ও কর্তব্য-বর্জনজনিত পাপ।

১৫। প্রকৃতপক্ষে ইনসান তাহার নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত,
১৬। সে যতই ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করুক না কেন।
১৭। (হে নবী!) তুমি ইহার (কুরআনের) সম্বন্ধে (আয়ত্তে আনিবার জন্য) তোমার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালিত করিও না।
১৮। নিশ্চয় ইহা সংকলন করিবার ও পাঠ করিয়া শুনাইবার দায়িত্ব আমাদের উপর। (৬)
১৯। অতএব যখন আমরা ইহা পাঠ করি তখন তুমিও ইহার পাঠে অনুসরণ করিও।
২০। অতঃপর ইহাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমাদের উপর।
২১। কখনও না, বরং তোমরা ত্বরিৎলভ্য (পার্থিব) নেয়ামতকে ভালবাস;
২২। এবং পরকালের জীবনকে তোমরা পরিহার কর।
২৩। সেদিন কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল-উৎফুল্ল হইবে,

৬। 'বুখারী শরীফ' হইতে জানা যায় যে, প্রথমদিকে কুরআনের কোন অংশ অবতীর্ণ হইলে, ভুলিয়া যাইবার আশংকায় নবী করীম (সাঃ) অতিশয় ত্রস্তব্যস্ত অবস্থায় তাহা কণ্ঠস্থ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন। পূর্ববর্তী আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইল, তিনি (সাঃ) যেন এই অভ্যাস পরিত্যাগ করেন এবং পরবর্তী তিনটি আয়াতে তাঁহাকে আশ্বাস দেওয়া হইল যে, আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং কুরআনের অবতীর্ণ বাণীকে বিশুদ্ধাবস্থায় রক্ষা তো করবেনই, তদুপরি এইগুলিকে সংগৃহীত করিয়া পবিত্র ও মনোরম গ্রন্থের আকৃতি দান করিবেন (ইন্ট্রডাক্‌শন টু দি হলি কুরআন দেখুন)। এবং তিনি ইহাও আশ্বাস দিলেন যে, ইহার (কুরআনের) বাণী বিশ্বময় প্রচার ও ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও তাঁহারই (আল্লাহ্‌রই, ৭৫ : ১০)। এই আয়াতগুলির তাৎপর্য এইরূপও হইতে পারে: যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে কাফেরদের হিসাব দানের ও শাস্তি-প্রাপ্তির দিনের কথা বলা হইয়াছে, মহানবী (সাঃ) ব্যগ্রতার সহিত ভাবিতেছিলেন যে, তাহাদের ঐ শাস্তির দিন সম্পর্কিত ঐশী-বাণী যেন তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হয় ও পূর্ণ হয়, যাহাতে সত্য তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হইয়া যায়। এই আয়াতগুলিতে মহানবী (সাঃ)-কে বলা হইল, তিনি (সাঃ) যেন এই ব্যাপারে ব্যগ্র বা উদ্বিগ্ন না হন। কেননা, কখন কীভাবে সংশ্লিষ্ট ঐশী-বাণী আসিবে এবং শাস্তির স্বরূপ কী হইবে, কুরআনের বাণীসমূহ কীরূপে সংগৃহীত হইয়া পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করিবে, কী উপায়ে কুরআন বিশ্বময় পঠিত ও প্রচারিত হইবে, এইসবগুলি বিষয়ই আল্লাহ্‌র দায়িত্বে। মূল অনুবাদে দেওয়া অর্থ ছাড়াও আয়াতটির অনুবাদ এইরূপও হইতে পারে: "তোমার মুখ দ্বারা কুরআনের বাণী ব্যাখ্যা করা (ছড়ানো) আমারই (আল্লাহ্‌রই) দায়িত্ব" (রূহুল মা'আনী)। এই বাক্যটি নবী করীম (সাঃ)-এর সুন্নতকে মানবের জন্য অপরিহার্য করিয়া দিয়াছে এবং কুরআনের পরেই, সুন্নতের উপর নির্ভরশীলতাকে নিশ্চিত ও নিরাপদ হেদায়াত বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

২৪। স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি তাকাইয়া থাকিবে; (৭)
২৫। এবং কতক মুখমণ্ডল বিষন্ন হইবে,
২৬। তাহারা ধারণা করিবে যে, তাহাদিগকে মেরুদণ্ড ভঙ্গকারী শাস্তি (৮) দেওয়া হইবে।
২৭। কখনও না, যখন প্রাণ-বায়ু কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে,
২৮। এবং বলা হইবে, '(তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য) কোন ঝাড়ফুঁক প্রদানকারী (৯) আছে কি?'
২৯। এবং প্রত্যেকে বিশ্বাস করিবে যে, নিশ্চয় বিদায়-মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে,
৩০। এবং যখন (মৃত্যু-যন্ত্রণায়) পায়ের এক নলি অপর নলির (১০) সঙ্গে ঘর্ষণ করিবে।
৩১। সেই দিন তোমার প্রতিপালকের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

৭। ধর্মপরায়ণ ও সৎকর্মশীল মো'মেনগণ তাহাদের সৎকর্মের পুরস্কার পাইবার আশায়, আল্লাহ্‌র দিকে তাকাইবে অথবা তাহাদিগকে বিশেষ অধ্যাত্মিক চক্ষু দেওয়া হইবে। আল্লাহ্‌তা'লার দীদার (দর্শন লাভ) দুনিয়ার বেড়াজাল হইতে মুক্ত মানবাত্মার উপর এক বিশেষ ঐশী জ্যোতিঃ স্বরূপ বিকশিত হইবে।

৮। আরবরা বলে, 'ফাকরাৎহুল দাহিইয়াতু,' যাহার অর্থ 'মহাবিপদ তাহার মেরুদণ্ডের অস্থি ভাঙ্গিয়া দিল' (লেইন)।

৯। এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে: (১) মৃত্যুমুখী মানুষের আত্মার সাথে কে যাইবে—দয়ার ফিরিশ্‌তা যে তাহাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবে, অথবা শাস্তির ফিরিশ্‌তা যে তাহাকে দোযখে লইয়া যাইবে? (২) এমন যাদুকর আছে কি, যে আসন্ন মৃত্যুকে ঝাড়ফুঁক প্রদানকারী টলাইয়া দিতে পারে কিংবা মৃত্যুপথযাত্রীর মৃত্যু-যন্ত্রণাকে প্রশমিত করিতে পারে?

১০। 'সাক' শব্দটির অর্থ 'হাটু হইতে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত দেহাংশ'। নিম্নস্থ 'পদযুগলের পারস্পরিক ঘর্ষণ' একটি আলঙ্কারিক বা রূপক ভাষা, যাহার অর্থ হইল মহা-দুর্যোগ বা মহাকষ্ট। এই আয়াতটির মর্ম হইলঃ মৃত আত্মার উপর কষ্টের পর কষ্ট সংযোজিত হইবে—নিকটতম আত্মীয় প্রিয়জনকে চিরতরে পিছনে ছাড়িয়া যাওয়ার কষ্টের সহিত সংযুক্ত হয় মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং উহার সহিত অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে সংযুক্ত হয় পরকালের অপেক্ষমান শাস্তির চিন্তা।

"হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।

এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে তাহারা মৃত, নহে, বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।"

—আল্‌-কুরআন

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ,
সদর মুরব্বী

ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السماوات والارض ينكسف القمر لاول ليلة من رمضان و تنكسف الشمس فى النصف منه - (دار قطنى)

তরজমা : আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন, আমার মাহ্দীর সত্যতার এমন দু'টি লক্ষণ আছে যা আসমান ও যমিন সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারও সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নাই, একই রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণের প্রথম রাতে চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং সূর্য গ্রহণের মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে।

(দারকুতনী—১৮৮ পৃঃ এবং আরও ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাবে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে)।

ব্যাখ্যা : হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আজ থেকে ১৪শত বৎসর পূর্বে তাঁর মাহ্দী (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। এই হাদীসে হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম চারিটি দিক বর্ণনা করেন। (১) চন্দ্র গ্রহণের প্রথম তারিখে অর্থাৎ ১৩ তারিখে চন্দ্র গ্রহণ লাগা। (২) সূর্য গ্রহণের মধ্যম তারিখে অর্থাৎ ২৮ তারিখে সূর্য গ্রহণ লাগা। (৩) রমযান মাসের মধ্যে হওয়া। (৪) একজন মাহ্দীর দাবীকারক হওয়া যাঁর উপর মিথ্যাবাদীর অপবাদ আরোপ করা হবে।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত ঘটনা শুধু ইমাম মাহ্দীর জন্যই নির্ধারিত ছিল যিনি হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁর সত্যিকারের রূহানী পুত্র হবেন যার অঙ্গীকার আল্লাহ্তা'লা "সূরাতুল কাওসারে" انا أعطينا ك الكو ثر করেছেন। এই জন্যই হযরত রসূল করীম (সাঃ) অতি স্নেহ ও সোহাগের সাথে সেই প্রতিশ্রুত মাহ্দীর কথা 'মাহ্দীনা' অর্থাৎ "আমাদের মাহ্দী" বলে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখিত গ্রহণদ্বয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হয়ে গিয়েছে। আযাদ পত্রিকা (উর্দু) লাহোর, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ, সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট, লাহোর, ৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ। মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেব লিখিত 'কিয়ামত নামার' ভূমিকা (উর্দু) এবং ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সুরেশ্বর নিবাসী মরহুম মাওলানা জান শরীফ সাহেব প্রণীত 'মদীনা-কলকি অবতারের ছফিনা' দ্রষ্টব্য।

এই গ্রহণের ঘটনার পর হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বিভিন্ন ভাষায় প্রচার পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন যে, এই গ্রহণ তাঁর সত্যতার জন্যই প্রদর্শিত হয়েছে। অদ্য পর্যন্ত আর কেউ এভাবে দাবী করে নাই।

চান্দ্র মাসের ১৩ই, ১৪ই, এবং ১৫ই তারিখের যে কোন রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ এবং ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে তারিখের যে কোন দিনে সূর্য গ্রহণ হয়ে থাকে। অতএব চন্দ্র গ্রহণের প্রথম রাত্রি এবং সূর্য গ্রহণের মধ্যম দিন বলতে চান্দ্র মাসের ১৩ই এবং ২৮শে তারিখকে বুঝায়। চন্দ্রের প্রথম তারিখকে চন্দ্র গ্রহণের প্রথম তারিখ মনে করা মারাত্মক ভুল। কারণ ১ম, ২য় এবং ৩য় তারিখের চন্দ্রকে আরবীতে 'হেলাল' এবং ৪র্থ তারিখ হতে চন্দ্রকে 'কমর' বলা হয়। উপরোক্ত হাদীসে 'কমর' শব্দ এসেছে। তারপর প্রথম তারিখে গ্রহণ হওয়া তো দূরের কথা ঐ দিন অনেকে চাঁদ দেখতে পায় না।

জ্যোতিষী হিসাব অনুযায়ী চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের মধ্যে ১৪ দিনের ব্যবধান হয়ে থাকে। ১৫ দিনের ব্যবধান কখনও হয় না। এই গ্রহণের বিশেষত্ব এই যে, এদের মধ্যে ১৫ দিনের ব্যবধান হবে। বস্তুতঃ ১৩১১ হিজরীর ১৩ই রমযান মোতাবেক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ তারিখে সন্ধ্যা ৭টা হতে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত চন্দ্র গ্রহণ হয় এবং ২৮শে রমযান মোতাবেক ৬ই এপ্রিল তারিখে সকাল ৯টা হইতে ১১টা পর্যন্ত সূর্য গ্রহণ হয়।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপরের মহান ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান গ্রামের মির্যা গোলাম আহমদ নামে এক ব্যক্তি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নিজেকে ইমাম মাহ্দী বলে ঘোষণা করলেন। তখন সমগ্র মুসলিম সমাজ থেকে আপত্তির ঝড় উঠল এবং বলা হলো যে, চন্দ্র-গ্রহণ সূর্য-গ্রহণের নিদর্শন কোথায়? তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে ঘোষণা করলেন যে, সে নিদর্শন শীঘ্রই দেখানো হবে। আল্লাহ্‌র ফযলে উক্ত নিদর্শন যথাসময়ে প্রদর্শিত হলো প্রায় ৫ বৎসরের মধ্যেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মুজেযাকে অস্বীকার করার অনুরূপ এই নিদর্শনকেও অস্বীকার করা হলো এবং অহেতুক এই মহান হাদীসের দোষ ত্রুটি অন্বেষণ করা আরম্ভ হলো। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রতিশ্রুত মাহ্দী আর কেউ নয় তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। তিনি যথাসময়ে এসে যে মিশন কায়েম করেছেন তার শুভযাত্রা অব্যাহত। ইসলাম-রবিকে মধ্যাহ্নগগণে প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর উত্তরসূরীগণও নিরলস সংগ্রামে রত রয়েছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহঃ) বলেন ঃ

- স্মরণ রেখ, সত্যবাদিতা এমন একটি জিনিষ যা মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে বলে দেয়।
- আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যিক্‌রে ইলাহীতে ভরপুর হওয়া উচিত।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

সংগ্রহ ও অনুবাদঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাঃ

"তেরশ' বছর পরে পুনরায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মোজেযাসমূহের দরওয়াজা খুলে গেছে এবং লোকেরা তাদের চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছে যে, চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হাদীস দারকুতনী ও ফাতওয়া ইব্‌নে হাজর অনুযায়ী রমযান মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ রমযান মাসে হয়েছে আর যেভাবে হাদীসের বিষয়-বস্তুতে উল্লেখ ছিল, সেভাবে চন্দ্র গ্রহণ তার গ্রহণের রাত্রগুলোর মধ্যে প্রথম রাত্রে এবং সূর্য গ্রহণ তার গ্রহণের দিনগুলোর মধ্যে মাঝের দিনে সংঘটিত হয়েছে এমনই সময়ে যখন মাহদী হওয়ার দাবীদার বর্তমান ছিল।" (আইয়ামে সুলাহ : ৩০৫-৩০৬ পৃষ্ঠা)

"আমি খানা কা'বাতে দাঁড়িয়ে কসম খেতে পারি যে, এ নিদর্শন আমার সমর্থনে, এমন কোন ব্যক্তির সমর্থনে নয় যার ওপরে তারা মিথ্যারোপ করেনি এবং যার ওপরে কুফরী, মিথ্যা ও দুষ্কৃতির ব্যাপারে হাঁক ডাক দেয়া হয়নি? আর এভাবেই আমি খানা কা'বাতে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলতে পারি যে, এ নিদর্শন আমার (সত্যতার) স্বপক্ষে দেখানো হয়েছে। কেননা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এ নিদর্শন এক ব্যক্তির সত্যায়নের জন্যে প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) মাহদীর আবির্ভাবের জন্যে চতুর্দশ শতাব্দীকেই নির্ধারিত করেছিলেন।" (তোহ্‌ফা গোলড়াবিয়া : ১৪৩পৃঃ)

"আমার যুগে রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হয়েছে। আমারই যুগে দেশে সহীহ হাদীস অনুযায়ী এবং কুরআন শরীফ ও অন্যান্য পূর্ববর্তী গ্রন্থানুযায়ী প্লেগ এসেছে। আর আমারই যুগে নতুন যানবাহন অর্থাৎ রেলগাড়ীর প্রচলন হয়েছে। এবং আমারই যুগে আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভয়ানক ভূমিকম্প এসেছে। সুতরাং তাকওয়ার চাহিদা কি ইহা ছিল না যে, আমাকে মিথ্যেবাদী বলে প্রত্যাখান করার ওপর সাহসিকতা না দেখানো হতো?

দেখ! আমি খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, আমার সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আর ভবিষ্যতেও হবে। যদি ইহা মানুষের পরিকল্পনা হতো তাহলে এত বিপুল পরিমাণে সাহায্য ও সমর্থন আদৌ লাভ হতো না"।

(হাকিকাতুল ওহী : ৪৫ পৃষ্ঠা)

"আর আমিও খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি মসীহ্ মাওউদ এবং ঐ সত্তাই যার সম্বন্ধে নবীগণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। আমার এবং আমার যুগ সম্বন্ধে তওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন শরীফে সংবাদ সংরক্ষিত হয়েছে যে, ঐ সময়ে আকাশে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে এবং ভূপৃষ্ঠে মারাত্মক প্লেগের প্রকোপ হবে।" (দাফেউল বালা : ১৮ পৃষ্ঠা)

"আমার ঐ খোদার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন যে, তিনি আমার সত্যায়নে আকাশে নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন এবং ঐ সময়ে প্রকাশ করেছেন যখন মৌলবীরা আমার নাম দাজ্জাল, কায্যাব, এবং কাফের বরং সবচে' বড় কাফের আখ্যা দিয়েছিল। ইহা ঐ নিদর্শন যে-প্রসঙ্গে আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল আর উহা এই—কুল ইনদী শাহাদাতুম্ মিনাল্লাহে ফাহাল আনতুম মু'মেনূন—কুল ইনদী শাহাদাতুম্ মিনাল্লাহে ফাহাল আনতুম মুসলেমূন। অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও, আমার নিকট খোদার এক সাক্ষী আছে, তোমরা কি ইহাকে তবুও মানবে না? আবার তাদেরকে বলে দাও, আমার নিকট খোদার এক সাক্ষী আছে; তোমরা কি ইহাকে তবুও গ্রহণ করবে না?

যদিও আমার সত্যায়নের জন্যে খোদার নিকট থেকে বহু সাক্ষী এবং একশ' থেকে অধিক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক এর সাক্ষী রয়েছে। কিন্তু এ ইলহামে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ কেবল ইহাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করার জন্যে করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে এরূপ নিদর্শন দেয়া হয়েছে যা হযরত আদম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। মোদ্দা কথা, আমি খানা কা'বায় দাঁড়িয়ে কসম খেতে পারি যে, এ নিদর্শন আমার সত্যায়নের জন্যে।" (তোহ্ফা গোলড়াবিয়া : ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠ)

"তোমাদের কি ভয় করে না যে, তোমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো অথচ উহার সত্যায়ন মধ্যাহ্নের সূর্যের মত প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে? তোমরা কি এর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী যুগসমূহের কোন যুগ থেকে উপস্থাপন করতে পার? তোমরা কি কোন পুস্তকে পড় যে, কোন ব্যক্তি দাবী করেছে যে, আমি খোদাতা'লার পক্ষ থেকে এসেছি এবং তার যুগে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয়ছে যেভাবে তোমরা দেখছ। অতএব যদি জানো তবে বলো অতএব যদি এক প্রকারে দেখাও তাহলে তোমাদের এক হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। সুতরাং প্রমাণ কর এবং এ পুরস্কার নিয়ে নাও। আর আমি এর ওপরে খোদাকে সাক্ষীরূপে রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক। আর খোদা সব সাক্ষীগণের মধ্যে উত্তম। এবং যদি তোমরা প্রমাণ করতে না পার, আর আদৌ তোমরা প্রমাণ করতে পারবে না, তাহলে ঐ আগুনকে ভয় করো যা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।" (নূরুল হক : ২য় খণ্ড)

জুমুআর খুতবা

[সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১২-৩-৯৪ তারিখে মসজিদ ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার বঙ্গানুবাদ]

অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরব্বী

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা জুমুআর ২-৪ নং আয়াত তেলাওত করেন :

يسبح لله ما فى السموت والارض الملك القدوس العزيزالحكيم ٥ هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم..... واخرين منهم لما يلحقوا بهم و هو العزيز الحكيم ٥ ذلك فضل الله يوتيه مايشاء و الله ذوالفضل العظيم ٥

তারপর হুযূর বলেন :

'জুমআতুল বিদা'-এর মাহাত্ম্য কি ?ঃ

রমজানুল মুবারাকে এক দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে সেই জুমআ যাকে জুমআতুল-বিদা বলা, এসেই যায়। দীর্ঘ অপেক্ষা এই দিক দিয়ে যে, ঐ সকল লোক যাদের নামাযের অভ্যাস নেই এবং জুমআয় আসার এবং রোজা রাখার অভ্যাস নেই তাদের জন্য তো সারা বছরে ইহাই একমাত্র জুমআ, যা তাদের জন্যে সব রকমের মাহাত্ম্য ও বরকত নিয়ে উপস্থিত হয়। তারা সারা বছর অতিবাহিত করার পর রমযানুল-মুবারাকের শেষপ্রান্তে এর অপেক্ষা করে। এর নাম রাখা হয়েছে 'জুমআতুল-বিদা'। অর্থাৎ বিদায় গ্রহণকারী বা বিদায় প্রদানকারী জুমআ। এই ধারায় আজ উক্ত জুমআ এসেছে, যার পরে রমযান বিদায় নিবে এবং রমযানের ফলশ্রুতিতে যে সব বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়েছে তা থেকে অব্যাহতি লাভ হবে। এই হচ্ছে একপ্রকার ধ্যান-ধারণা, যা একটা প্রচলিত লৌকিক ভাবধারা। আর একটি ভাবধারা হচ্ছে, যা হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন—তা এই যে রমযানুল-মুবারাকে হাতকড়া তো পরানো হয় কিন্তু তা পরানো হয় শয়তানকে। বাধা-নিষেধ আরোপিত হয় বটে, কিন্তু তা শৃঙ্খল স্বরূপ আরোপিত হয় শয়তানের উপরে। পক্ষান্তরে মুমেনদের জন্যে তো ইহা জান্নাতের সুসংবাদের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়। এ দু'টি হচ্ছে পরস্পর মুখোমুখী ও সংঘাতপূর্ণ ভাবধারা, যা ইসলামের আবির্ভাবের পর, প্রারম্ভিককাল থেকে না হলেও (কিছুকাল পর থেকেই) ক্রমাগতভাবে চলে আসছে। জুমআতুল-বিদার মাহাত্ম্য সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা তদ্রুপই। কিন্তু

আমি জানিনা, ঠিক কবে থেকে এর সূচনা হয়েছে। কিন্তু পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপ-মহাদেশ এবং জগতের অন্যান্য সব অঞ্চলে যে এই ভাব ধারণা ও লোক বিশ্বাসটি মুসলমান-দের মধ্যে প্রচলিত, এর ইতিহাস খুব গভীর। বহু দীর্ঘকাল হতে প্রচলিত প্রথায় এর ব্যাপার- স্যাপার চলে আসছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলাম যে, এই রমযানুল-মুবারাকে জুমআতুল-বিদা সম্পর্কে যখন আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবো তখন জুমআতুল-বিদা সম্পর্কিত বরকত ও আশিস কুরআন ও হাদীস থেকে বের করে বিশেষ উপহার হিসেবে পেশ করবো। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উলমাকে এর তথ্যানুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত করা হলো। সমুদয় হাদীস-গ্রন্থাবলী তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। কিন্তু ইশারা-ইঙ্গিতেও কোথাও জুমআতুল-বিদার উল্লেখ পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হলো না। তবে অবশ্য জুম-আতুল-মুবারাকের মাহাত্ম, আশিস ও বরকত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বহুল বর্ণনা পরি-লক্ষিত হয়, যা প্রত্যেক জুমআতুল-মুবারাকের বরকত ও আশিস সম্পর্কেই বর্ণিত। কিন্তু মুসলমানরা এক আখেরী জুমআর জন্য অপেক্ষা রত থাকবে এবং সেই জুমআতে বরকত তালাশের জন্য অস্থির ও উদ্বিগ্ন হবে এরূপ ধারণার সন্ধান হাদীস ও সুন্নাহর কোথাও ইশারা-ইঙ্গিতেও লেশমাত্র পাওয়া গেল না। অবশ্য রমযানের আখেরী আশরার কল্যাণ ও মাহাত্মের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। আর তেমনি প্রত্যেক জুমআ প্রসঙ্গে—উহা সারা বছরব্যাপী যখনই আসুক না কেন উহার বরকত ও কল্যাণের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। আজ আমি আপনাদের বিশেষভাবে জ্ঞাত করতে চাই যে ঐ সকল মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নী তারা আহমদীয়া জামাতের সাথে সম্বন্ধ-যুক্ত হোন বা না হোন, যাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ নামায পড়ার অভ্যাস নেই, যারা সারা বছর কেবল এই এক পবিত্র দিনের আশায় ও অপেক্ষায় ছিলেন। আর আজ তাঁরা অসাধারণভাবে বিপুল সংখ্যায় মসজিদসমূহে সমবেত হয়েছেন—তাদের কাছে আমার এই আওয়াজ পৌঁছতে পারে, অন্য সময় হয়ত নাও পৌঁছতে পারে—আল্লাহই জানেন আবার মসজিদে আসার তাদের তওফিক হয়, কি না হয়, কিন্তু এবারের এই সুযোগটিতে আমি তাদেরকে জানাচ্ছি যে, জুমআতুল-বিদার মাহাত্ম্যের উল্লেখ না কুরআন করীমে আছে, না কোন হাদীস ও সুন্নতে। সাহাবা-কেরামের আমলের দ্বারাও ইহার প্রমান নেই। অতএব, যে দিনটির আপনারা প্রতীক্ষায় ছিলেন, উহা তো এ দিক দিয়ে শূন্য সাব্যস্ত হলো।

জুমাতুল মুবারকের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ঃ

কিন্তু জুমআতুল-মুবারকের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যের প্রভূত উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। পবিত্র কুরআনেও পরিলক্ষিত হয় এবং আহাদীস-নববীতেও। আর তা রয়েছে প্রত্যেক জুমআতে। ইহা প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাদের কাছে আসে। এতদ্ব্যতীত নামাযের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণনার দ্বারাও সমস্ত কুরআন ভরে আছে। অর্থাৎ জুমআতুল-বিদা তো সারা বছরে মাত্র একবারই

আসে। কিন্তু জুমআতুল-মুবারাক প্রত্যেক সপ্তাহেই আসে এবং নামায প্রতিদিন পাঁচ বেলা। প্রতিদিন এই পাঁচবার আসে জিনিসটির উল্লেখ কুরআন করীমে এতো বিপুলরূপে পরিলক্ষিত হয় যে, অন্য কোন ইবাদত সম্পর্কে তদ্রুপ উল্লেখ নেই। এই সব নেক আমলের বরকতপূর্ণ ভাণ্ডারের দিক থেকে তো তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও! আর কেবল এই একটি জুমুআর প্রতীক্ষা কর যার স্বতন্ত্রভাবে কোনও গুরুত্ব নেই। তবে এর দ্বারা এই একটি বরকতের তো অধিকারী হতে পার যদি জেনে যাও যে, ইবাদতের মধ্যেই বরকত নিহিত। ইবাদতের মধ্যেই খোদাতা'লার ফযল ও কৃপা নিহিত। ইবাদতের সঙ্গেই তাঁর সন্তুষ্টি সম্পৃক্ত। এবং এর সাথেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। আর মুমেনের জন্যে ইবাদত পাঁচ ওক্ত ফরজ করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে আপনারা যখন মসজিদসমূহের কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন দেখতে পান, অধিকাংশ মসজিদ এত বড় ও প্রশস্ত যে (ওগুলোর তুলনায় মুসল্লিদের সংখ্যা স্বল্পতার কারণে) মনে হয় যেন অযথা এত বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আজ যে কোনও মসজিদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে ইহা দেখে অবাক হবেন যে, মসজিদগুলো থেকে মুসল্লিরা বাহিরে উপচিয়ে পড়েছে। অলি-গলি ভরে গেছে। বাজারসমূহ বন্ধ করতে হয়েছে। লাহোর হোক, কি করাচী অথবা দুনিয়ার অন্যান্য যে কোন শহর-নগর—সেখান মসজিদসমূহের সংলগ্ন রাস্তা-ঘাট ও বাজারগুলোতে প্রায়শঃ দেখতে পাবেন যে সামিয়ানা টানানো হয়েছে এবং যত্র-তত্র বাজারগুলোকে Blockade করে বন্ধ করা হয়েছে, কেননা আজ সেখানে মুসল্লিরা নামায আদায় করছে। এই মুসল্লিদের সম্পর্কে তো আল্লাহ্‌তা'লার প্রত্যাশা, তারা যেন প্রতিদিনই তাদের নিকটবর্তী মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করেন। তাহলে এবার আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, এক তো হলো সেই দৃষ্টিভঙ্গী যা কুরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শিত দৃষ্টিভঙ্গী যা বরকত ও কল্যাণ এবং ঐশী সন্তুষ্টি লাভ সম্পর্কে দেয়া আছে; অপর এক দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে যা আজ দুনিয়াতে প্রচলিত। ইহার বশবর্তী হয়ে মুসলমানরা ইহাকেই নাজাত লাভের পথ বলে মনে করে। এই দু'টির মধ্যে যে কত পার্থক্য, কত বৈষম্য! প্রকৃত নাজাত খোদাতা'লার ইতায়াত বা আনুগত্যেই নিহিত। আর খোদাতা'লার আনুগত্য ইবাদত ব্যতিরেকে অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করা যায় না। ইবাদতই হচ্ছে সদর দুয়ার যা ইতায়াতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবেন তবেই সব রকম ইতায়াতের সুযোগ ও সামর্থ্য আপনারা লাভ করতে পারবেন। যে ব্যক্তি এই দুয়ার নিজের জন্যে নিজেই বন্ধ করে নিয়েছে তার পক্ষে আদৌ কোন ইতায়াত হতে পারে না।

বাজামাত নামাযের গুরুত্ব ঃ

নামাযের গুরুত্বের উপর, বরং বা-জামাত নামাযের গুরুত্বের উপর হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এতোই জোর দিয়েছেন যে এক বার ফজরের নামাযের পর

তিনি (সাঃ) বল্‌লেন, "দেখ, এখনও অর্থাৎ ফযরের নামাযের সময়েও কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা তাদের গৃহে ঘুমিয়ে আছে। যদি খোদাতা'লার পক্ষ থেকে আমার জন্যে অনুমতি হতো তাহলে উপস্থিত মুসল্লিদের মাথায় করে খড়ির বোঝা বয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ সকল ঘুমন্ত লোকদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী সহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতাম। কিন্তু তদ্রূপ অনুমতি আমাকে দেয়া হয় নি। আমাকে মানুষের উপর দারোগা নিযুক্ত করা হয় নি। হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) অপেক্ষা কোমল হৃদয়, দয়ার সাগর পৃথিবীময় অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া তো দূরে থাক, কল্পনার জগতেও পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "বিল মুমেনীনা রাউফুর রহীম।" "আযিযুন আলাইহে মা আনিত্‌তুম" বলার পর বলেছেন, "বিল-মুমেনীনা রউফুর রাহীম"। অর্থাৎ "যখনই কোন কিছু তোমাদের কষ্ট ও দুঃখের কারণ হয় উহা তাঁর পক্ষে অসহনীয়।" আয়াতটির এই প্রথম অংশ সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র সব বান্দাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু বিশেষভাবে মুমেনদের ক্ষেত্রে আল্লাহ যেমন 'রউফ ও রহীম'—স্নেহশীল ও দয়াবান এবং বারংবার করুণা বর্ষণকারী, ঠিক তদ্রূপ এই রসূলও (সাঃ) মুমেনদের পক্ষে 'রউফ' ও 'রহীম'। এহেন রসূলের মুখ দিয়েই ঐ বাক্যটি নিঃসৃত হয়েছে যে, "আমার জন্যে যদি অনুমতি থাকতো তাহ'লে মুসল্লিদের মাথায় খড়ির বোঝা রেখে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নামাযে অনুপস্থিত বা বে-নামাযীদেরকে তাদের গৃহসহ জ্বালিয়ে দিতাম।" প্রকৃতপক্ষে তাঁর ঐ পবিত্র বাক্যটিতে এ বাণীই নিহিত রয়েছে যে, যারা ইবাদত পালন করে না তারা আগুনের ইন্ধন হবার পাত্র। মৃত্যুর পর আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চাইতে এ দুনিয়াতেই তাদের জ্বলে পুড়ে যাওয়া শ্রেয়। এটাই এর অন্তর্নিহিত পয়গাম। ইবাদতের সহিতই সর্বৈব নাজাত বিজড়িত। তাই ঐ সব লোক যারা আজ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদগুলোতে দলে দলে উপস্থিত হয়েছেন এবং যারা মসজিদে স্থান না পেয়ে রাস্তায় বসে আছেন তাদের সকলের নিকট আমার এই আওয়াজ পৌঁছুক, তাদেরকে আমি এই পয়গাম পৌঁছাতে চাই যে আমাদের ইবাদত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের ইবাদত এবং প্রতিবার যখনই আযানের ধ্বনি উত্থিত হয় তখন মুমেনের কর্তব্য, নিজের গৃহ ত্যাগ করে সেই মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া, যেখান থেকে ইবাদতের জন্যে আহ্বান করা হচ্ছে। —"হাইয়া আলাস সালাহা (২বার) হাইয়া আলাল ফালাহ্‌ (২বার)—পাঁচ বেলা এই আহ্বান শ্রবণ করে থাক যে "দেখ, নামাযের দিকে চলে আস, নামাযের দিকে এসো। সফলতার দিকে ধাবিত হও।" তথাপি তাতে তোমরা সাড়া দাও না। যাদের পক্ষে মসজিদে যাওয়া সম্ভবপর, যাদের মসজিদে যাওয়ার তওফিক ও সামর্থ্য আছে—তওফিকের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। কেউ-ই এ কথা বলতে পারে না যে ওমুক ব্যক্তির তওফিক আছে, কি নেই। অনেক সময় এমনও হতে পারে যে কেউ বলে, সে অসুস্থ; এমনও রোগ-ব্যধি আছে যা দেখা

যায় না। এমতাবস্থায় মানুষের উচিত নিজের মুখ বন্ধ রাখা, সমালোচনায় বিরত থাকা। যদি কেউ বলে যে সে অসুস্থ বিধায় নামাযে শামিল হতে পারে নি ইহা শুনার পর অন্যের পক্ষে এ কথাই বলা ও ভাবা উচিত যে তাদের সকলের ব্যাপার আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখে। তবে অবশ্য প্রত্যেকে নিজেই জানে, সে সামর্থ্যবান কি না। মোট কথা, যার সামর্থ্য ও তওফিক আছে প্রত্যেকেই যেন মসজিদে গিয়ে ইবাদত তথা নামায আদায় করে। যদি পাঁচ বেলা মসজিদে যেতে না পারে তাহলে যেখানেই তার তওফিক ও সামর্থ্যে কুলায় সেখানেই মসজিদস্বরূপ করে নেয়, অর্থাৎ সেখানেই যেন সে বাজামাত নামায পড়ে বা পড়ায় এবং নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের একত্র করে নেয় যাতে তার নামায বাজামাত আদায় হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এতে অভ্যস্থ হয়ে যাবে, যার অন্তরে সর্বদা এই আগ্রহ ও উদ্বেগ থাকে যেন তার প্রতিটি নামায বাজামাত আদায় হয়, তার জন্যে সুসংবাদ রয়েছে, যদি লোকজনসহ বাজামাত নামায আদায় সম্ভব না হয় সে ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইরশাদ হলো যে ঐরূপ ব্যক্তি যদি আযান দিয়ে একাই বাজামাত নামাযের নিয়্যতে দাঁড়ায়, তাহ'লে তার সঙ্গে কেউ যদি শামিল নাও হয়, আল্লাহ্‌তা'লা আকাশ থেকে ফিরেশ্‌তা অবতীর্ণ করবেন। তারা তার সঙ্গে নামায আদায় করবে। এইরূপে তার নামায বাজামাত বলে গণ্য হবে। এই সেই বরকত্‌ যা প্রতিদিন পাঁচবার আপনাদের কাছে আসে কিন্তু উহা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হয়। আর সারা বছরে কেবল একবার যে একটি জুমআতুল বিদার নামে আসে উহার সম্বন্ধে মনে করা হয় যে ইহাই সকল গোনাহ্‌ ক্ষমা করানোর দিন। কে জানে, কার কোন্‌ দিন মৃত্যু এসে যাবে। ইহাও তো চিন্তা করে দেখুন, এই জুমআর দিনে গোনাহ্‌ ক্ষমা করিয়েই অব্যবহিত পরেই কি তোমরা মারা যাবে? জুমআতুল বেদার সাথে গোনাহ্‌র ক্ষমা লাভের সম্পর্কিত কোন তত্ত্ব-তথ্য কমপক্ষে আমি কোথাও পাই নি। ধরুন, যদি থাকেও তাহলে বছরের যে অবশিষ্ট দিনগুলো রয়েছে ৩৬৪ দিন, সেগুলোতে আজ্‌রাঈল কবেই বা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে? ইহা কি অবধারিত ও নিশ্চিত যে তোমরা এই জুমআর দিন গোনাহ্‌ বখশিয়ে তার পরে পরেই মৃত্যু বরণ করবে? মৃত্যু তো অন্য কোন সময়ও আসতে পারে। এর কোনও দিন তারিখ নির্দিষ্ট নেই। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্তের নামায এজন্যেই আসে যাতে তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত ও পাক-পবিত্র অবস্থায় এ ধরাধাম থেকে যেতে সক্ষম হও। অতএব, এই উপলক্ষে এবং সুযোগটিতে আমি জামা'তকে নামায-বাজামাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর তেমনি ঐ সকল মুসলমান ভাই যারা টেলিভিশনের মাধ্যমে আমাদের জুমআর খোৎবা শ্রবণে শামিল হচ্ছেন (এবং খোৎবা শোনার এই প্রবণতা দৈনন্দিন আল্লাহ্‌র ফযলে বেড়ে চলেছে) —তাদেরকেও আমি উপদেশ দান করছি যে আপনারা নিজেরাও এই দিকে মনোযোগী হোন এবং অন্যান্য ভাইদেরকেও মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করুন। এই পয়গাম তাদেরকে

পৌঁছিয়ে দিন যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায কায়েম করাই হচ্ছে ধর্মের সকল শিক্ষা ও অনুশাসনের প্রাণবস্তু। যদি তাদের মধ্যে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহ'লে এর ফলে পৃথিবীময় মুসলমানদের মধ্যে এরূপ সংশোধন-প্রক্রিয়া সচল ও সক্রিয় হয়ে পড়বে, যার দ্বারা ইসলাম ইহার হৃত গৌরব ও পার্থিব শান মর্যাদারও অধিকারী হয়ে যাবে। কেননা বাহ্যিক শান ও মর্যাদার প্রকৃত সম্পর্ক আধ্যাত্মিক শান ও মর্যাদার সাথেই বিজড়িত। যদি সত্যিকারভাবে আভ্যন্তরীণ (আধ্যাত্মিক) উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহ'লে বাহ্যিক (পার্থিব) শান ও মর্যাদা অবশ্যম্ভাবী। যদি আভ্যন্তরীন ও আধ্যাত্মিক মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে বাহ্যিক শান ও মর্যাদার পিছনে আপনারা যতই ধাবিত হোন না কেন, উহা আসলে অন্তসারশূন্য হবে এবং খোদাতা'লার দৃষ্টিতে উহার কোনও মূল্য হবে না। অতএব নিজেদের অভ্যন্তরকে সুশোভিত করুন, অধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের দিকে ধাবিত হোন। আল্লাহ্‌তা'লা সেই মাহাত্ম্য ও মর্যাদা দান করুন যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা নিজে বলেন: ان اكرمكم عند الله اتقاكم —তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও মর্যাদাবান এবং সর্বাপেক্ষা মহান সেই ব্যক্তি, যে সর্বাপেক্ষা মোত্তাকী (খোদাভীরু)। অতএব, তাকওয়ার দাবি ও চাহিদা ইবাদত ব্যতীত পুরা হতে পারে না। আমি আশা রাখি, এইরূপে আপনারা মনোযোগী হবেন। জুমআর দিনের বরকতের যে উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় উহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি হাদীস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি:

আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন (এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু লুবাদা বিন আবুল মুনযের এবং সুনান ইবনে মাজার 'বাব ফি ফাযলিল জুমআ' হতে উদ্ধৃত) —আবু লুবাদা বলছেন, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন: "জুমআ সকল দিবসের সরদার (সেরা) এবং আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে এর অশেষ মাহাত্ম্য। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এ দিনটি ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল-আযহিয়ার দিনগুলোর চাইতেও মাহাত্মপূর্ণ।"

এখানেও সে একই কথা পরিলক্ষিত হচ্ছে যদিও জুমআ ব্যতীত দুই ঈদেরও অতীব মাহাত্ম্য রয়েছে কিন্তু আঁহযরত (সাঃ) বলছেন, আল্লাহ্‌র কাছে দুই ঈদের চাইতেও জুমআর মর্যাদা হচ্ছে অধিকতর ও উচ্চতর। এতে রয়েছে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য। (১) আল্লাহ্‌তা'লা এই দিনে হযরত আদমকে পয়দা করেন, (২) তাকে তিনি এই দিনেই পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করেন অর্থাৎ এই দিনেই তাঁর রূহানী উন্মেষ ঘটে এবং পূর্ণতা লাভ হয় (৩) এই দিনেই মৃত্যু বরণ করেন। যেমন হযরত ঈসা মসীহর (আঃ) সম্পর্কে কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে: سلام على يوم ولدت و يوم اموت ويوم ابعث حيا (—"আমার উপর শান্তি— যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি ও যেদিন আমি মৃত্যু বরণ করব এবং যেদিন আমাকে জীবিত করে উত্থিত করা হবে)। এই একই অবস্থা ছিল আদমের (আঃ)। এবং কুরআন করীমে আদমের সাথে ঈসার সাদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসটির দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে

উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে ঐ সমুদয় বিষয়গুলোও প্রযোজ্য। হযরত ঈসা যিনি প্রথম আদমের সদৃশ বলে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর জন্মের দিনটিও বরকতময় ছিল এবং তার মৃত্যুর দিনটিও। তার পুনরুত্থান ও অনুরূপ হবে। তবে এখানে পরকালে তার উত্থিত হবার তো উল্লেখ নেই। উল্লেখ রয়েছে, তিনি 'মাবউস' অর্থাৎ উত্থিত বা আবির্ভূত হবেন। বস্তুতঃ যিনি ইহলোকে উত্থিত হন তিনি পরকালেও অনুরূপ কল্যাণ ও বরকতের সাথে পুনরুত্থিত হবেন।

চতুর্থ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, এই দিন (শুক্রবার) বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে যা চায় তাই দেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় সম্বন্ধে প্রার্থনা করে। জুমআর দিনে এরূপ এক মুহূর্ত আসে, যা আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে সাধারণভাবে ফয়েয বা ঐশীকল্যাণ বিতরণের মুহূর্ত হয়ে থাকে। সে মুহূর্তটিতে খোদাতা'লার দিক থেকে কোনও কিছু অস্বীকার বা রদ করা হয় না। তবে অবশ্য হারাম বিষয়ের জন্যে আবদার তথা দোয়াকে রদ করা হয়। অতএব যদি তোমাদের দোয়া নেক (বৈধ ও কল্যাণকর) বিষয়ে হয়, তাহ'লে তোমাদের ঐ দোয়া কবুল করা হবে। আর এই কবুলিয়তের ওয়াদা ও আহ্বান ঐ সব লোকের জন্যই, যারা জুমআর গুরুত্বকে অনুধাবন ক'রে, সদা সর্বদা চেষ্টিত থাকে যেন তারা জুমআর হক্ আদায় করতে সক্ষম হয় এবং এই পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করে। এ কথাটি আমি বিশেষভাবে ইউরোপবাসীর উদ্দেশ্যে বলছি যেখানে জুমআর দিনটি দৈনন্দিন কাজের দিন। পূর্বেও আমি জুমআর বিষয়ে বিশেষভাবে উপদেশ (এক বিশেষ 'তাহরীক' বা আহ্বান স্বরূপ) প্রদান করেছিলাম যে, এ ক্ষেত্রে এটুকু চেষ্টা আপনারা অবশ্যই করবেন যেন পর্যায়ক্রমে (লাগাতার) তিন জুমআর বিরতি না হতে দেন। কেননা আঁ-হযরত (সাঃ) তিন জুমআ একত্রে (লাগাতার) বিরতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কাজেই যদি নিজেদের ঈমানের হেফাযত আপনাদের কাম্য হয় তা হ'লে প্রথমতঃ প্রত্যেক জুমআর নামাযই পড়া উচিত। যদি পড়তে না পারেন, তাহলে তিনটির মধ্যে একটি জুমআ তো অবশ্য অবশ্যই পড়ুন যদিও কর্মস্থল থেকে ছুটি নিতে হয়। উক্ত 'তাহরীক' আমি করেছিলাম। পরবর্তীতে আমি জানতে পারি, জামাতের মধ্যে এমন বিপুল সংখ্যক লোক রয়েছেন যারা ঐ তাহরীকে সাড়া দিয়েছিলেন। যার ফলে আল্লাহ্‌তা'লা তাদের পথ সহজ ও সুগম করে দেন। এরূপ বহু ছাত্রছাত্রী ছিল যারা তাদের শিক্ষকদের কাছে গিয়ে ঐ বিষয়টি পেশ করে। শিক্ষকরা তাদের কথা মেনে নেন। যাদের দাবী গৃহীত হয় নি তাদের মা-বাবারা বলেন, "কমপক্ষে একটি জুমআয় তো আমরা আমাদের সন্তানদেরকে অবশ্যই নিয়ে যাব।" তারা তদ্রূপ করেও দেখান। কিছু সংখ্যক এরূপ নিষ্ঠাবানও ছিলেন, যাঁরা ঐ সব চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন যেগুলিতে তাদের জন্যে জুমআর জন্য কাজ থেকে বিরতির

অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌তা'লাই তাদের উত্তম উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেন। ইহা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বরকত, যা প্রত্যেক জুমআর সাথেই সম্পৃক্ত। আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন, জুমআর অন্যতম বরকত এই যে ইহাতে এরূপ মূহূর্ত আসে যখন খোদাতা'লার পক্ষ থেকে (কবুলিয়তের ক্ষেত্রে) অস্বীকৃতি থাকে না, কেবল হারাম কাজের প্রার্থনা ব্যতীত, অর্থাৎ খোদার সমীপে এই প্রার্থনা যে, তাকে তার প্রার্থিত কোন নিষিদ্ধ কাজ করতে দেয়া হোক। তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন, "জুমআর দিনেই শাফায়াত প্রতিষ্ঠিত হবে।" ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। আঁ-হযরত (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লা "শফীউল-মুযনেবীন" (গোনাহ্‌গারদের শাফায়াতকারী) বানিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ সকল গোনাহ্‌গার যাদের মধ্যে দুর্বলতা ও ত্রুটি রয়ে গেছে—তারা চেষ্টা তো করেছে যাতে তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত অনুযায়ী পরিচালিত হয় কিন্তু কোন কোন প্রতিবন্ধকতা বা বাধ্যবাধকতা এরূপ ছিল যেগুলোর ফলশ্রুতিতে তাদের 'আমলনামা' (কর্মলিপি) সেই মার্গ থেকে নিম্নস্তরে থেকে যায় যেখানে পৌঁছার পর নাজাত লাভ হয়। অন্য কথায়, তাদের ত্রুটিসমূহ তাদের নেকী ও গুণাবলীর তুলনায় কিছুটা বেশী থাকে। এ শ্রেণীর লোকও থাকে। এই রূপ লোকদের পক্ষে আঁ-হযরত (সাঃ) এক বিশিষ্ট মর্তবা ও মর্যাদা প্রদত্ত হয়েছেন। কাজেই তিনি (সাঃ) বলেন যে, "জুমআর দিন শাফায়াত কায়েম হবে। এমন কোন ফিরিশতা, পাহাড় বা বায়ুমণ্ডলী বা সমুদ্র নেই যা জুমআর দিনের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত নয়।" এই যাবতীয় মাহাত্ম্য আঁ-হযরত (সাঃ) জুমআ প্রসঙ্গে বলেছেন। কাজেই শাফায়াতের জন্যেও আবশ্যকীয়, জুমআর সাথে সম্পর্ক ঘনীভুত ও নিবিড় হওয়া। কেননা শাফাতের উদ্দেশ্য হলো, একটি জিনিস যা মধ্যখান দিয়ে ভেঙ্গে গেছে উহাকে জোড়া দেয়া। এক ব্যক্তি নাজাত পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে একটুর জন্য পারে নি—কিছুটা ব্যবধান মধ্যে রয়ে গেছে—সেক্ষেত্রে তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার রশিকে সেখান থেকে ধরে শাফায়াতের দ্বারা নাজাতের মাকামের সাথে জোড়া দিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ নাজাতের উচ্চস্তর হতে যখন সে দু'চার হাত দুরে থেকে যায় এবং তার শক্তি জবাব দিয়ে দেয়, ফলে সে পৌঁছুতে পারে না, তখন উপর থেকে একটি হাত নেমে আসে যা তাকে উপরে (নাজাতের ঈপ্সিত স্তরে) তুলে দেয়। ইহাই হচ্ছে শাফায়াত। কাজেই যে ব্যক্তি জুমআতে উপস্থিত হবে সে-ই শাফায়াত লাভ করতে পারবে। কেননা শাফায়াত জুমআর দিনেই বিতরণ করা হবে। যারা জুমআয় অনুপস্থিত থাকে তারা তো জানেই না, শাফায়াত কি বিষয়। অতএব, যারা শাফায়াত লাভের আকাঙ্খা রাখেন তাদের পক্ষে আরও আবশ্যক যেন জুমআর সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। অতঃপর আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, জুমআ (শুক্রবার) হচ্ছে সেই দিন যাকে আল্লাহ্‌র সকল নৈকট্য প্রাপ্ত ফিরিশতারাও ভয় করে—এমন কি

বায়ু মণ্ডল, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্রও। এর কি কারণ? এ দিনটিতে সেরূপ কি আতঙ্ক ও বিভীষিকা পরিলক্ষিত হয় যার কারণে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়? এস্থলে প্রকৃতপক্ষে ভীতি শব্দ সম্মানের অর্থে বলা হয়েছে। এদিনটির মর্যাদা এতই যে, এদিনে যথার্থ মর্যাদার ব্যাপারে তারা ভীত থাকে। এর দ্বারা ইহাই বুঝায়। অন্যথায়, এর কোনও অর্থ দাঁড়ায় না। এক দিকে বরকত ও কল্যাণাবলীর কথা বর্ণিত হচ্ছে, আকৃষ্ট করা হচ্ছে এবং লোকদের আহ্বান জানান হচ্ছে যে এসো, এদিনের বরকত লাভ কর। আর অন্য দিকে ঘোষণা দেয়া হয় যে ইহা ভয়াবহ ও মারাত্মক দিন। সাবধান, বড় বড় নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তারাও এ দিনকে ভয় পায়, পর্বতমালাও ভয় পায়, সমুদ্ররাশীও এ দিনকে ভয় পায়, পৃথিবীর চরাচরও ভয় পায়। এই ঘোষণাটি এ অর্থ ব্যতীত অন্য কোনও অর্থ বহন করে না যে, এ দিনটির মাহাত্ম্য ও মর্যাদার প্রতি তারা ভীত-ত্রস্ত। এদিনকে যেহেতু সম্মানিত ও মর্যাদা-মণ্ডিত করা হয়েছে, তাই উহাকে তারা অত্যন্ত সমীহ করে। অর্থাৎ এমন না হয় যেন তারা এদিনটির দাবী ও চাহিদা মিটাতে অক্ষম হয়—এ বিষয়ে তারা ভীত থাকে। এর মানে এই যে, নৈকট্য প্রাপ্তদের যেখানে ভয় রয়েছে, এ দিনের মর্যাদা রক্ষার তওফিক তারা লাভ করতে পারে কি না, সেখানে সর্ব-সাধারণ মুসলমানদের তো আরও অনেক ভয় করা উচিত। কেননা তাদের পক্ষে তো এ দিনটির দাবী ও চাহিদা পূরণ করা সম্ভবপর বলেই প্রতীয়মান হয় না বরং সাধ্যাতীত বলে পরিলক্ষিত হয়। অতএব, ইহার তওফিকও আল্লাহ্‌তা'লার ফযলের দ্বারাই প্রদান করা হয়। যদি আপনারা অবিরাম দোয়া করতে থাকেন এবং এবিষয়বস্তু তথা জুমআর মাহাত্ম্য ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন তা'হলে আল্লাহ্‌তা'লা অবশ্য সাহায্য করবেন। সকল প্রকার তওফিক তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যায়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, "জুমুআতুল বিদার দিন যে ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত সব নামায একসাথে আদায় করে, যাতে কাযা নামাযের উহার প্রতিকার হয়ে যায়, তার এরূপ করার কোন বৈধতা আছে কি না?" এই ছিল প্রশ্ন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "ইহা একটা বৃথা ও বেহুদা কাজ।" তবে একবার এক ব্যক্তি অসময়ে নামায পড়ছিল। তার সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি হযরত আলীকে (রাঃ) বল্‌ল, 'আপনি হলেন যুগ-খলীফা। আপনি তাকে কেন নিষেধ করেন না?' তিনি প্রত্যুত্তরে বল্‌লেন, "এজন্যে নিষেধ করি না যে আমি যেন এ আয়াতের অধীনে অপরাধী সাবস্ত না হই, যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন: ارأيت الذى ينهى عبدا اذا صلى -

—"তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখনি যে খোদাতা'লার বান্দাকে বাধা দেয় যখন সে নামায পড়ে?"

অতএব, তিনি ঐ নামাযকে সমর্থন করে কোন মন্তব্য করেন নি, যা সে পড়ছিল। ইহা বলেন নি যে, তাকে ঐ রূপ করতে দাও; সে ঠিকই করছে। তেমনি যারা সারা জীবনের

'কাযা' (পরিত্যক্ত নামায) পড়ে, তারাও ঠিক কাজ করে। পরন্তু তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায আদায় করছে তাকে আমি নিষেধ করতে পারি না—এরূপ করার দুঃসাহস আমার নেই।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "তবে যদি কোন ব্যক্তি, যে 'কাযা' নামায পড়ছে, সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ইহা মনে ক'রে নামায পরিত্যাগ করে থাকে যে, 'কাযা-এ-ওমরী' (সারা জীবনের পরিত্যক্ত নামায একত্রে আদায়) স্বরূপ পড়ে নিবে, সে অবশ্যই না-জায়েয করেছে। তবে যদি সে লজ্জাবোধ ও অনুশোচনার কারণে ভুলের প্রতিকার হিসেবে মনে ক'রে ঐরূপ করে থাকে তাহলে তাকে তা করতে দাও।" যদি সে লজ্জিত হয়ে থাকে, অনেক দেরীতে তার অনুভূতি হয়ে থাকে এবং সে মনে করছে যে, তার এত দিনে হুঁশ হয়েছে যখন সে জীবনের এতটা অংশ নষ্ট করে দিয়েছে এবং যে নামাযগুলো সে পড়ে নি (কাযা করেছে), ঐ সবগুলো নামায যেন কোনওক্রমে পড়া হয়, এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, লজ্জা ও অনুতাপের অধীনে যদি ঐ ব্যক্তি নামায পড়ে থাকে তাহলে তাকে পড়তে দাও যাতে আল্লাহ্ তার অনুশোচনাকে কবুল করে নেন, তাই ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করার নেই। আমাদের কাজ নয় তাকে নিষেধ করা বা বাধা দেয়া। তিনি বলছেন, তাকে কেন নিষেধ করতে যাবে। যাইহোক সে দোয়াই তো করছে। তবে ইহা তার সাহস ও উদ্যমের অভাববশতই বটে। ইহা কোন শুভ কাজ নয়, বরং যেসব নামায নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথভাবে আদায় করা দরকার ছিল সেসব নামায তো সে হারিয়ে ফেলেছে এবং পরে অনেক দেরীতে লজ্জা বোধ করছে, যখন সময় পার হয়ে গেছে। তারপর তিনি (আঃ) বলছেন, "নিষেধ করে তোমরা নিজেরা যেন আবার সেই আয়াতের আওতায় এসে না পড়, যে আয়াতের উল্লেখ হযরত আলী (রাঃ) করেছিলেন।" অতএব, কোন ব্যক্তি নেক কাজ শুদ্ধভাবে করুক কিংবা অশুদ্ধভাবে, উচিত কি অনুচিতভাবে করুক তা থেকে তাকে বাধা দানে বিরত থাকা উচিত। সে ক'রে সারার পর তাকে বোঝানোর চেষ্টা অবশ্য করা উচিত।

রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ঐশী নিদর্শন ঃ

এতো ছিল 'জুমআতুল বিদা' প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু। কিন্তু আজ জুমআর দিনটির এরূপ কতগুলি বরকত আছে যার সম্পর্ক কেবল সমগ্র বিশ্বের সাথেই জড়িত নয়, বরং প্রত্যেক যুগ ও সময়কালের সাথেও বিজড়িত। আর এগুলো হচ্ছে ঐসব বরকত, যা 'আখেরীন'কে (পরবর্তীদেরকে) 'আওয়ালীনে'র (পূর্ববর্তীদের) সাথে মিলিত করার কারণ। এইসব হচ্ছে ঐ সকল বরকত যার মধ্য দিয়ে আজ আমরা অতিক্রম করছি। এই জুমুআর দিনটি জামাত আহমদীয়ার ইতিহাসে এক বিশেষ বরকতমণ্ডিত দিন। নিত্যনৈমিত্তিক প্রতিটি জুমুআ তো অবশ্য বরকতপূর্ণ হয়েই থাকে, কিন্তু আজকের জুমুআর দিনটি এরূপ এক দিন, যার বরকত ও মাহাত্ম্য বাস্তব ইতিহাসের দ্বারা সপ্রমাণিত। খোদাতা'লার যে সুন্নত (অবধারিত নিয়ম)

এ যুগে জারী হয়েছে উহার দ্বারা সাব্যস্ত। তা এইরূপে যে, হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সম্পর্কিত যে ভবিষ্যাদ্বাণী করেছিলেন এবং সে ভবিষ্যদ্বাণী এ বিষয়ের আলামত (প্রামাণ্য চিহ্ন-স্বরূপ) ছিল যে সেই মাহদী যার সপক্ষে আকাশ উজ্জ্বল সাক্ষ্য দান করবে, তাঁর সেই জামাত হবে যাদের সম্পর্কে কুরআন করীমে উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় : واخرين منهم لما يلحقوا بهم —"ওরা হবে ঐ সকল লোক যারা পরবর্তীকালে আসবে—যারা এখনও সাহাবাদের সাথে মিলিত হতে পারে নি, কিন্তু সাহাবাদের সাথে তারা মিলিত হয়ে যাবে। এই হচ্ছে তাদের সম্বন্ধে সুসংবাদ। ইহা ব্যতীত, যে মহাপুরুষ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তাঁর সপক্ষে (তার সত্যতার সমর্থনে) আকাশের দু'টি সাক্ষ্য অবধারিত ছিল। সেই সাক্ষ্য দু'টি এক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রদত্ত হলো। এই ঘটনা এইরূপে ঘটেছে যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন দাবী করলেন যে, তিনিই সেই মাহ্দী যিনি মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাহ্দী, তখন সকলের দৃষ্টি ঐ আসমানী নিদর্শন দেখার জন্যে আকাশের দিকে নিবদ্ধ হলো এবং উলামাদের পক্ষ থেকে তীব্র দাবী উত্থাপিত হতে লাগলো, "যদি তুমিই সেই মাহ্দী হয়ে থাক, তাহলে ঐ নিদর্শন তো দেখাও। আকাশের সেই দু'টি সাক্ষ্য তো প্রদর্শন কর যা ইমাম মাহ্দীর সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্যে নির্ধারিত ছিল।" সে দু'টি আসমানী সাক্ষ্য ও নিদর্শন কি ছিল ? তার জন্যে আমি ঐ হাদীসটি পাঠ করে আপনাদের সামনে পেশ করছি :

ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السماوات والارض ينكسف القمر لاول ليلة من رمضان و تنكسف الشمس فى النصف منه ولم تكونا منذ خلق السموت والارض —

"আমাদের মাহ্দীর জন্যে দু'টি নিদর্শন আছে"। সৈয়্যদনা মুহম্মদ রসুলুল্লাহ্ বলেছেন যে, সে আমাদের (তথা তাঁর ও তাঁর উম্মতের) মাহ্দী হবে। আমাদের সাথে তার যে সম্পর্ক তা তোমরা কখনও ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না। তার সপক্ষে আকাশ সাক্ষ্য দিবে,—চন্দ্রের এবং সূর্যের গ্রহণ হবে। রমযানে ঘটনা দু'টি সংঘটিত হবে। কে আছে, যে তাকে আমাদের থেকে সম্পর্কচ্যুত করতে পারে ? কেননা সে তো আমাদের মাহ্দী। নিশ্চয় সে আমাদেরই মাহ্দী। কত প্রেম ভরে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ভবিষ্যদ্বাণীটির বিবরণ ছিল এই যে, চাঁদে গ্রহণ লাগবে অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে নির্ধারিত তিনটি তারিখের মধ্যে প্রথমটিতে অর্থাৎ রমযান মাসের ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং সূর্যগ্রহণ হবে উহার গ্রহণের তিনটি তারিখের মধ্যবর্তী অর্থাৎ ২৮ তারিখে। এই ঘটনা ঘটবে পবিত্র রমযান মাসে। এবং এর পূর্বেই ইমাম মাহ্দীর দাবীদার আবির্ভূত হয়ে থাকবেন। ইহা এরূপ এক নির্দর্শন, যা আল্লাহ্র কোনও প্রেরিত পুরুষ কখনও নিজের সত্যতার স্বপক্ষে পেশ করেন নি। "লাম্ তাকুনা মুনযো খাল্কিস্ সামাওয়াতে ওয়াল আর্য"—"এরূপ নিদর্শন অন্য

কোনও প্রেরিত পুরুষের সত্যতার নিদর্শনরূপে সংঘটিত হয় নি।" এই হচ্ছে সেই প্রেক্ষাপট। ইহা আপনারা দৃষ্টিগোচরে রাখুন।

দৈনিক আল ফযলে এ সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী এক সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধকার ছিলেন জনাব আযম আকসীর সাহেব। তিনি ঘটনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর কিছু দিন পরেই উলামা দাবী উথাপন করছিলেন, সাধারণভাবেও তুমুল রব উঠেছিল, "চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হলে তো আমরা জানতে পারব যে, সে সত্য মাহ্‌দী।", তখন ১৮৯৪ইং সালে রমযানুল-মুবারাকে ১৩ তারিখে চন্দ্র-গ্রহণ সংঘটিত হলো। ইহাতে সর্বসাধারণ্যে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে কিছুটা প্রত্যাশা ও প্রত্যয় জেগে উঠলো। আর এক শ্রেণীর লোক কষ্ট অনুভব করতে লাগলো। তাদের বদ-দোয়াকে তারা সতেজ করলো। তাদের অন্তরে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি হলো, "এমন না হোক যে রমযান মাসে একজন মাহ্‌দীর দাবীদারের সপক্ষে যেমন চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছে, এরপর সূর্যও অনুরূপ সাক্ষ্য না দিয়ে বসে। যদি তাই ঘটে যায় তাহলে আমরা (মানুষদের) কি জবাব দিব?" অনেক দূর দূরান্তে অবস্থিত আহ্‌মদী-দের মধ্যে আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হলো, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আবাসস্থল কাদিয়ানে গিয়ে তাঁর সাথে একসঙ্গে সেই গ্রহণটি অবলোকন করার। তাদের নিশ্চৎ বিশ্বাস ছিল যে, ২৮ তারিখে সূর্য গ্রহণ না হয়ে পারে না। সুতরাং তিনজন অনুরূপ মুসাফিরের কথা আযিম আকসীর সাহেব তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। মির্যা আব্দুর রহীম বেগ সাহেব একটি ষ্টেটের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তার দুই পুত্র এবং তাদের এক বন্ধু—যারা ছাত্র ছিল, তাদের এই কাফিলা লাহোর থেকে কাদিয়ান রওয়ানা হলো এবং সূর্যগ্রহণ যে তারিখে লাগার প্রত্যাশা ছিল অর্থাৎ ২৮ তারিখে, তার একদিন পূর্বে তড়িঘড়ি করে ঝটিকা সফর করে তারা বাটালা পৌঁছল, যাতে পরের দিন সেখান থেকে তারা ভোর হতে হতে কাদিয়ান পৌঁছতে পারে। কিন্তু কোন টাঙ্গা বা রিক্সা বাটালা থেকে কাদিয়ান যেতে রাজী হলো না। এর ফলে নিরূপায় হয়ে ঐ বেচারীরা পদব্রজেই রওয়ানা হয়ে পড়লেন এবং সেহরীর সময় গিয়ে তারা কাদিয়ান পৌঁছুলেন। এইরূপে আহ্‌মদীদের মনে সাধারণ ভাবেই এক প্রবণতা ও আগ্রহ-আকাঙ্খার সৃষ্টি হয়ে যায়, তারা যেন বিশেষভাবে ঐ দিনটি কাদিয়ানে অতিবাহিত করতে এবং স্বচক্ষে নিদর্শনটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এরপর দেখুন, খোদাতা'লার কী শান! কীরূপে তিনি ঐ আশা-আকাঙ্খাগুলোকে পূরা করলেন এবং কীরূপে নিদর্শন দেখালেন! সে দিনই (২৮শে রমযান ১৮৯৪ ইং) সকালে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। ৯টার সময়ই সূর্য গ্রহণ হয়ে গেল। আর গ্রহণ শুরু হতেই নামায-এ-কসূফ-খসূফও শুরু হলো। তাদের অন্তরের যে কী অবস্থা হচ্ছিল তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। অদ্ভূত ও অসাধারণ ঘটনা! তেরশ' বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল

যে, "আমাদের মাহ্দীর জন্যে আসমান দু'টি সাক্ষ্য প্রদান করবে।" একটি সাক্ষ্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অপরটির উপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ঐ দিন কাদিয়ানে তারা তদ্রূপই দৃশ্য দেখতেও পেলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অবিকল তাই ঘটলো যেরূপ বলা হয়েছিল।

শুরুতে ঐ সূর্য গ্রহণটি কিছুটা হাল্কা ছিল। ইহাতে কয়েকজন সাহাবা বলতে লাগলেন, "গ্রহণ তো হাল্কা ধরনের হয়েছে। এমন না হোক যে, মৌলবীরা বলতে পারে, গ্রহণ হয়-ই নি। ওটা তোমাদের চোখের ধোকা বৈ অন্য কিছু নয়।" কিন্তু এ দিকে যখন এসব কথা-বার্তা হচ্ছিল তখন আকাশে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ ঘটে গেল। এবং ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই বিস্ময়াতীত দৃশ্য সবাই দেখলেন। ইহা সেই ভবিষ্যদ্বাণী, যা পূর্ণ হয়ে আজ এক শ' বছর গত হয়েছে।

আজ এ রমযান এক শ' বছর পর আবার ঘুরে এসেছে এবং ঐ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের এক ঝলক নিদর্শন আমাদেরকেও দেখাচ্ছে। অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, শুক্রবার দিনটি এক বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তা এভাবে যে, তখন যে চন্দ্র-গ্রহণ হয়েছিল রমযান মাসে উহা বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর ১৩ তারিখের শুক্রবারের রাত শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই অর্থাৎ আমি বলতে চাই, গ্রহণের ইতিহাস এই দাঁড়িয়েছে যে, ১৮৯৪ সনের রমযানের ১৩ তারিখটি যখন আমাদের এবারের রমযান মাসে আসলো (অর্থাৎ এবারের ১৩ তারিখও) বৃহস্পতিবার দিন শেষে সূর্যাস্তের পর শুক্রবারের রাতে আমরা একশ' বছরের পূর্তি উদযাপন করি। আর আজ (২৮শে রমযান) যে সূর্যগ্রহণের তারিখ ইহাও শুক্রবারে পড়েছে। কাজেই সেই শুক্রবার, যা জামাত আহমদীয়ার জন্যে বরকতের কারণ স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। যে শুক্রবার বার বার ভরে ভরে বরকত ও আশিস আমাদের উপর ঢালতে থাকে। এ সেই শুক্রবার, যার সাথে আমাদের প্রভূত কল্যাণ বিজড়িত। তাই আহমদীয়া জামাত যদি জুমআর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা রক্ষা না করে, তাহ'লে বড়ই দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। ইহা সেই 'সূরা জুমআ'ই তো 'আখেরীন'কে 'আওওয়ালীনে'র সাথে মিলাবার সুসংবাদ দিয়েছে। উহারই সংশ্লিষ্ট প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ আমি খোৎবার শুরুতে তেলাওয়াত করেছি। উহার শেষ ভাগে আল্লাহতা'লা বলেছেন: ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ —ইহা তো আল্লাহর ফযল ও কৃপা। কে আছে যে এই ফযলকে (ঐশী কৃপাকে) রোধ করতে পারে? তিনি যাকে চান তাকেই ইহা দান করেন এবং বড়ই ফযল-ওয়ালা তিনি।" কাজেই এ 'সূরা জুমআ'-ই তো আগন্তুকদেরকে (আখেরীনকে) সুসংবাদ দিয়েছে। এরা বড়ই সৌভাগ্যশালী আগন্তুক। তারা পরে অর্থাৎ শেষ যুগে আসা সত্ত্বেও আওওয়ালীন'দের সাথে মিলিত হবে। এদের সপক্ষেই আকাশ এই দু'টি সাক্ষ্য পেশ করেছে। কাজেই আমরা এরূপ যুগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম

করছি যে, ঐ সকল বরকত ও আশিস যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়েছে, আমরা সে একই যুগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতঃ ঐ সব বরকত ও আশিসের স্মরণে মাতোয়ারা হয়ে এগিয়ে চলেছি। ইহা এক কল্পনাতীত অবস্থা। আজ আমি চিন্তা করছিলাম, ঐ যে কাফেররা বলতো: سحر مستمر "এতো নিরবচ্ছিন্ন এক যাদু, যা পশ্চাদ্ধাবন করেই চলেছে, যা পিছন ছাড়ছে না।" বস্তুতঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর যে বরকতের বারিধারা বর্ষিত হয়েছিল উহাও তো এক যাদুর মতই দৃশ্য বা প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেছে। এখন ঐসব ধারাবাহিক বরকতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে মনে হয় যেন আমরা যাদু ছোঁয়া জীবনের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছি। তবে তাদের অবস্থা কীরূপ হবে যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে দেখেছেন। তাঁর প্রেমে বিভোর হয়েছেন। মনে হয় যেন সবকিছুই বিসর্জন দিয়ে তারা মসীহ মাওউদ (আঃ)-এরই হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সত্যের পয়গামকে তারা বিশ্বময় ছড়িয়েছেন। উহাকে সর্বত্র পৌঁছিয়েছেন।

'দাওয়াত ইলাল্লাহ্'-র আবেগময় আহ্বান ঃ

বর্তমানে আমি যখন আপনাদেরকে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্'র দিকে পুনরায় আহ্বান জানাচ্ছি, আমি আপনাদের স্মরণ করাতে চাই যে এমনতর দিনেই দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজ আরম্ভ হয়েছিল। এরকম দিনগুলোতেই ইহার সূচনা হয়েছিল। তাঁরা (সাহাবারা) আত্মহারা হয়ে মদমত্ততার ন্যায় একআত্ম ভোরতার অবস্থায় জগতের নিকট সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়েছিলেন। এক বিস্ময়কর অবস্থা। যখন কোনও মুরব্বী ও মুবাল্লেগীনের নেযাম জারী ছিল না। তখন মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ঐ সাহাবীরাই ছিলেন যাদের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর, তাঁদের অধিকাংশই অল্প শিক্ষিত ছিলেন। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত এবং বড় বড় উলামাও ছিলেন। কিন্তু বাহ্যতঃ জাহেল ছিলেন কি আলেম, তাদেরকে অন্তঃকরণের দিক দিয়ে সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছিল। রূহানী উলুমের (আধ্যাত্মিক জ্ঞানের) দ্বারা তাদের অন্তঃকরণকে ভরে দেয়া হয়েছিল। বাহ্যিকভাবে ছোট কি বড়, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত—তারা সকলেই আত্মবিভোর হয়ে তবলীগের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ্তা'লার ফযলে জামাতসমূহ কায়েম হয়। খুবই তীব্র বিরোধিতা ছিল, যা আপনারা আজ কল্পনাও করতে পারেন না। বর্তমান কালের সকল বিরোধিতা একদিকে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর প্রারম্ভিককালে এবং তার পরেও যে বিরোধিতা তারা দেখেছিলেন উহার সাথে অন্য কোনও সময়ের বিরোধিতার কোন তুলনা হতে পারে না। দিন-রাত সমগ্র ভারতবর্ষের উলামা, এমনকি আরব দেশ পর্যন্ত উলামা অশ্লীল গালমন্দ এবং আহমদীদের জান-মাল হালাল করার ফতোয়া দিতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। এদের প্রাণ হরণ বৈধ, এদের মাল লুণ্ঠন বৈধ, এদের স্ত্রীদের তালাক

হয়ে গেছে। মোট কথা, এদের কোন কিছুই আর থাকলো না। যেমন ইচ্ছা তেমন তাদের সম্মান-সম্ভ্রম ও সম্পদের উপর হাত চালাও। তা'হলে তোমরা খোদার হুযূরে মকবুল (গৃহীত) সাব্যস্ত হবে। (এই ছিল তাদের ফতওয়া এবং জনগণকে দিয়ে সেই অনুযায়ী অত্যাচারের কার্যকর পদক্ষেপ)। এই সেই যুগ ছিল যখন সাহাবাদের জামাত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পশ্চাদানুসরণে রওয়ানা হয় এবং তাদের প্রত্যেক পদ-ক্ষেপ খোদার ফযলে উন্নতি ও অগ্রতির দিকেই উঠে। এই জামাতের কদম থেমে যায় এরূপ একটি মুহূর্তও আসে নি। কাজেই খোদাতা'লা যখন এই বরকতসমূহের স্মৃতি ও স্মরণের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছেন এবং ঐ সকল অবস্থা (আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি) আমাদের অন্তঃকরণে সৃষ্টি করছেন, যা ঐ যুগে সাহাবাদের অন্তঃকরণে করেছিল এবং শত বছরের বরকতের দ্বারা আমরা ঐ যুগের মধ্য দিয়ে পুনরায় অতিক্রম করছি, তখন সেই জযবা ও অনুপ্রেরণা থেকেই আমি আপনাদেরকে 'দাওয়াত-ইলাল্লাহ'র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। কোনও পরোয়া করবেন না। দুশমন যত ইচ্ছা তত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করুক না কেন। তারা তাদের অন্তরে যত দুঃখ যন্ত্রণাই অনুভব করুক না কেন। দুশমনের মনের দুঃখ-যন্ত্রণা-ক্রোধ আপনাদের আনন্দ ও উৎফুল্লতাকে আপনাদের অন্তর থেকে কখনও কেড়ে নিতে পারবে না।

পাকিস্তানী সরকারের অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচারমূলক আচরণ ঃ

পাকিস্তানী সরকার প্রথমতঃ কোনও আইন-কানুন ব্যতিরেকেই ঐ মযলুমদের উপর হস্তক্ষেপ করে বসলো। যারা আনন্দিত হচ্ছিল এই জন্য যে, একশ' বছর পর আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে পুনরায় ঐ দিনগুলো দেখালেন, যখন চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে জেল-হাজতে দেয়া হল। কারাবন্দী করা হল। তাদেরকে টানা-হেঁচড়া করা হল। গাল-মন্দ দেয়া হল। প্রহার করা হল। তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালানো হল। পত্তোকি, লাহোর, রাবওয়ায় কী না করা হয়েছে! আরও বিভিন্ন জায়গায় এই সব অত্যাচারের ঘটনা রয়েছে। তবে তাদের এইসব অপচেষ্টার পেছনে মতলবটা কি? আহ্‌মদীদের উপর আল্লাহ্‌তা'লার ফযল ও কৃপা বর্ষণের কারণে তারা যে আনন্দ বোধ করছে, সে আনন্দ তারা কেড়ে নিতে চায়। এটাই তাদের চেষ্টা। কিন্তু এসব অপচেষ্টার দ্বারা আহমদীদের এহেন আনন্দকে কেড়ে নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আমাদের অন্তর থেকে এই আনন্দ মুছে ফেলা যেমন আমাদের সাধ্যাতীত। তেমনি তাদের অন্তরের ক্ষোভ ক্রোধ ও আক্রোশের যে আগুন জ্বলছে তা প্রশমিত হওয়া তাদের সাধ্যাতীত। না তাদের পক্ষে সম্ভব, না আমাদের পক্ষে সম্ভব। আমরা উভয়ই নিরূপায়। সে একমাত্র আল্লাহ্‌ই তাদের অন্তরের ক্ষোভ ও ক্রোধকে নিরাময় করতে পারেন। আর আল্লাহ্‌তা'লাই আমাদের আনন্দকে আরও বাড়াতে থাকবেন। অতএব; রাবওয়াবাসী এবং পাকিস্তানে বসবাসকারী অন্যান্য আহ্‌মদীদেরকে

আল্লাহ্‌তা'লা যে আনন্দ দিয়েছেন ইহার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের প্রতিশোধ আল্লাহ্‌-তা'লা এইভাবে গ্রহণ করেছেন যে, আজ আমি 'আন্তর্জাতিক মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া'কে নির্দেশ দিয়েছি যে চন্দ্র-সূর্যের নিদর্শন সম্পর্কিত শত বার্ষিকী পূর্তির প্রেক্ষিতে রাবওয়া ও পাকিস্তানের আহমদী অধিবাসীদের নামের দিকে আরোপ করে তাদের আনন্দ উদযাপনের প্রোগ্রাম তৈরী করুন এবং সমগ্র পৃথিবীবাসীকে দেখান। কেননা আইন ক'রে তাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, তাদেরকে আদেশ দেয়া হচ্ছে যে, "খবরদার! তোমরা খোদাতা'লার কৃপাসমূহের উপর আনন্দ করতে পারবে না।" আমি বলছি, খোদার ফযল ও কৃপাকে পারলে বোধ করে তো দেখাও! আনন্দ কি করে কেড়ে নিতে পার? তা একটু বুঝিয়ে বলতে পার কি? বস্তুতঃ ঐশী-কৃপা অবতীর্ণ হবেই এবং ইহাতে আমরা আনন্দিত হবই। কিন্তু খোদাতা'লার ফযলের অবতরণ তোমরা কি করেই বা রোধ করবে? আল্লাহ্‌তা'লা তো বলেন: ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ "আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর ফযল যাকে দিতে চান তাকেই দেবেন এবং দিতেই থাকবেন।" কাজেই রোধ করবে কীরূপে? তিনি আরও বলেন: وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ —"আল্লাহ্‌ মহান ফযলের অধিকারী।" তাঁর নিকট গণনাতীত ফযল রয়েছে। একটি ফযলকে রোধ করার চেষ্টা করলে আরও দশটি তিনি দান করবেন। দশটি রোধ করতে চাইলে আরো সহস্রটি দিয়ে দিবেন। কাজেই আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের উপর খোদাতা'লার যে ফযলের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে। উহা রোধ করার শক্তি আদৌ তোমাদের নেই। জোর লাগিয়ে দেখে লও। আন্দনেকও রোধ করতে পারবে না। উহা অন্তরে সৃষ্টি হয়। আর তেমনি তোমাদের হৃদয় থেকে ক্ষোভ, ক্রোধ ও আক্ষেপ দুনিয়ার কোন শক্তি মুছে দিতে পারে না। উহা তোমাদের অন্তরে পুঞ্জীভূত হতেই থাকবে। কুরআন করীমের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, যখন 'আখরীনে'র মধ্যে ঐ সকল লোক সৃষ্টি হবে, যারা আল্লাহ্‌র ফযল ও কৃপায় বৃদ্ধি লাভ করবে। তাদের স্বপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ণ হবে। তারা শস্য-ক্ষেত্রের ন্যায় অঙ্কুরিত, পরিপুষ্ট হয়ে উঁচু ও মজবুত হতে থাকবে, তখন কিছু সংখ্যক এরূপ জালেম লোক হবে, যাদের অদৃষ্টে ক্ষোভ ও ক্রোধ ছাড়া আর কিছুই জুটবে না আল্লাহ্‌ বলেন: لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর অস্বীকারকারী হবে, তাদের ভাগ্যে ক্ষোভ ও ক্রোধ ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই এই ক্ষোভ ও ক্রোধের কী বা চিকিৎসা বা প্রতিকার থাকতে পারে যখন কিনা খোদাতা'লা পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন?! বিষয়টি একটু খুলেই বলতে হয়। সূরা ফাতাহ্‌র শেষের রুকূতে সংশ্লিষ্ট আয়াতের উক্ত অংশে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরবর্তী আর এক শান ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, যা যচ্ছে তাঁর 'আহ্‌মদ' নামের জামালী তথা আহমদীয়্যতের শান ও মর্যাদার বিকাশ। এই শান ও মর্যাদা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মসীহী শান ও মর্যাদার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইহার উল্লেখ ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে।

সেজন্য আমি কুরআন করীমের উক্ত আয়াত হতে প্রতিপাদিত বিষয়ের ভিত্তিতেই বল্‌ছি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সেই শান ও মর্যাদার বিকাশ, যা তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পৃক্ত, উহা ভিন্নরূপ বর্ণিত হয়েছে: "ওয়া মাসালুহুম ফিত্‌তওরাতে"—উহাতে রয়েছে প্রভূত জালাল ও প্রতাপের কথা। যেমন উক্ত আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে:

محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار

অর্থাৎ—মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ এবং তাঁর সাথীরা কাফেরদের মোকাবেলায় বড়ই কঠিন। তারা পরাক্রমশালী। তারা তলোয়ারের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তারা তাদের শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদান করে থাকেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এই এক শান ও মর্যাদা। (مثلهم فى التوراة) 'তৌরাতে তাঁর ও তাঁর সাথীদের উক্ত শানই বর্ণিত হয়েছে।' এরপর বলা হয়েছে: ومثلهم فى الانجيل —"কিন্তু এঁদেরই আর এক দৃষ্টান্ত —শান ও মর্যাদা ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে।" উহা ভিন্নতর। উহাতে উল্লেখ রয়েছে নম্রতা বিনয় ও ক্রমোন্নতির কথা। তাদের এরূপ দুর্বল সূচনার উল্লেখ রয়েছে যে, দুশমন ইচ্ছা করলে তাদেরকে পদতলে পিষ্ট করে দিতে পারে। এবং এরা যে চারা-গাছের মত বৃদ্ধি পাচ্ছে, মনে চাইলে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। ইহা তাঁর (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের আর একটি শান ও মর্যাদা। এখন লক্ষ্য করে দেখুন, উভয় শান ও মর্যাদার মধ্যে বর্ণনা ও বাচন ভঙ্গীর দিক দিয়ে আকাশ-পাতালের পার্থক্য। একই যুগের দু'টি অবস্থার বর্ণনা নয়। বরং ভিন্ন দু'টি যুগের ভিন্ন দু'টি অবস্থা। কাজেই আমরা ইহা বলার সত্য-সত্যই অধিকার রাখি যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যে শান ও মর্যাদার সম্পর্কে হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন, উহার বিকাশ সেই যুগেই অবধারিত ছিল যখন প্রতিশ্রুত মসীহ (হযরত ঈসার মসীল বা সদৃশ মহাপুরুষ)--এর আগমন নির্ধারিত ছিল। অতএব, কী অপরূপ সাদৃশ্য! কুরআন করীমের দিকে আরোপ করে এরূপ কোনও কথা বলা হচ্ছে না যা কুরআনে বর্ণিত নয়। অতএব, দু'টি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের বর্ণনা, যা দু'টি পরস্পর ভিন্নতর অবস্থার উপরই প্রযোজ্য। একই সময়ে ও-দু'টি প্রযোজ্য হতেই পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে মসীহিয়্যতের (মসীহসুলভ ব্যক্তিত্ব ও অবস্থার) ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে, যা হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঐ মসীহ তাঁর (সাঃ) উম্মতে (আখেরী যামানায়) আগমন করবেন বলে সংবাদ দিয়ে গিয়েছেন। এই সকল বিষয়বস্তু একত্রে মিলিয়ে দৃষ্টিপাত করলে ঐ সকল কথাই নির্ণীত ও অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয়, যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। অর্থাৎ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত আমরাই হলাম যারা হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে কল্যাণ, বরকত ও আশিস লাভ করেছি। আমরাই যারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণে সচেষ্ট। যাদেরকে যুগের

শেষে হওয়া সত্ত্বেও 'আওওয়ালীনে'র সাথে মিলিত করা হয়েছে। অধিকন্তু আমরা হলাম ঐসকল সৌভাগ্যশালী লোক, যাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একশ' বছর পর সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐ সময় সৃষ্টি করা হয়েছে যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একশ' বছরের ইতিহাস আদ্য-পান্ত আমাদের উদ্দেশ্যে পুনঃপ্রদর্শিত হচ্ছে। সর্ববিধ বরকত ও আশিস আমাদেরকে প্রদান করা হচ্ছে। খলীফা হওয়ার পর (১৯৮২ইং সালে) আমি আমার প্রথম বক্তৃতায় জামাতকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম যে, স্মরণ রাখুন, আমরা এখন এক অসাধারণ যুগের মধ্যে প্রবেশ করেছি। ১৮৮২ইং সালে হযরত মসীহ (আঃ)-এর উপর মামুরিয়তের (—আল্লাহ্‌র তরফ হতে আদিষ্ট হওয়ার) ইলহাম হয়েছিল। এবং ৮২ সনেই আমাকে আল্লাহতা'লা খিলাফতের রূহানী পদমর্যাদায় আসীন করেছেন। ইহা ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও পদমর্যাদার ব্যাপার নয়। কেননা আমি নিজেকে এর মোটেই যোগ্য বলে মনে করি না। আমি খিলাফতের পদমর্যাদা ও উহার এক বিশেষ যুগের কথা বলছি। যে খিলাফতে আল্লাহ্ আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এর প্রারম্ভিককাল থেকে এর শেষ অবধি, ১৮৮২ সালের পরবর্তীকালের সমগ্র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের শেষ নাগাদ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটনো হবে। ঐ যাবতীয় বয়কত ও আশিস, যা আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে দিতে শুরু করেছিলেন তা সবই এই যুগের সাথে সম্পৃক্ত। এই আশিস ও বরকতের মধ্যে আমরা সকলেই শামিল। কেবল আমিই না বরং আপনারা সকলেই। আল্লাহ্‌তা'লা সমগ্র জামাতকে শুরু থেকে শেষ নাগাদ সমুদয় বরকত প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্‌ই উত্তমভাবে জানেন, আমাদের মধ্যে কারা কত বরকত প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু দোয়া আমাদের ইহাই করা উচিত যে, আমাদের মধ্যে বিপুল ও সংখ্যা গরিষ্ঠ লোক যেন ১৯৮২ হতে শেষ পর্যন্ত—কমপক্ষে ২০০৮ ইং সাল পর্যন্ত জীবিত থেকে আল্লাহ্‌তা'লার ফযল ও কৃপার সাক্ষী হতে থাকেন। ইহা সেই বরকতময় ও মহান যুগ, যার মধ্যে দিয়ে আমরা অতিবাহিত হচ্ছি। এর শোকরিয়ার হক্ কী করেই বা পালন করা যায়?! তা অসম্ভব। ইহাই সেই যাদু, যার কথা আমি বলছি। এরই নেশায় আমরা এগিয়ে চলেছি। সেই যাদু, যা বাস্তব রূপ ধারণ ক'রে দুনিয়ার রূপান্তর ঘটাবে। আপনারা যদি এই যাদুর নেশায় আচ্ছন্ন থাকেন, তাহলে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনসমূহ ঘটতে থাকবে। এই অনুপ্রেরণার সহিত আপনারা উন্নতির পথে অগ্রসরমান হতে থাকুন। দুশমন দুঃখ-যাতনা দিলে দিক। দিতে থাকুক। আপনাদের অগ্রগতি তারা রোধ করতে পারে না। পারবে না। কখনও পারবে না। যা ইচ্ছা তারা করে নিক। কিন্তু আপনারা ওফাদারী ও বিশ্বস্ততার সহিত এই পথে চলতে থাকুন। এ পথ হ'তে নিজেদের পা সরাবেন না। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, প্রত্যেক আগামী কাল ও প্রত্যেক সপ্তাহ আমাদের জন্যে অধিকতর বরকত নিয়ে আসবে। প্রত্যেক আসন্ন বছর আমাদের জন্যে আসমান থেকে অধিকতর বরকত অবতরণের কারণ হবে। আমাদেরকে বরকতের দ্বারা অভিসিক্ত করবে। এই মহান যুগের মধ্য দিয়ে আমরা অতিবাহিত হচ্ছি। খোদাতা'লার হাম্‌দ ও সানার গীত গাইতে গাইতে এবং মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়তে পড়তে অগ্রসরমান হয়ে যেতে থাক। কেউ নেই যে তোমাদের পথ রোধ করতে পারে।

(ওডিও ক্যাসেট হতে সরাসরি অনুবাদ)

(২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত জুমুআর খোৎবা থেকে উদ্ধৃতিবিশেষ)

"যে রওশনীর প্রদীপ আল্লাহ্ আহমদীদের অন্তরে জ্বেলে দিয়েছেন, তাতে পৃথিবীময় আলো ছড়িয়ে পড়ছে। সে প্রদীপগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরণের পথ তোমরা রোধ করতে পারবে না এবং সেগুলোকে কখনও নিভাতে পারবে না।"

হুযূর (আইঃ) বলেন :

১৩ই রমযানুল মুবারকের দিনটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইতিহাসে অত্যন্ত উজ্জ্বল এক দিন ছিল। কেননা আজ থেকে ঠিক একশ' বছর পূর্বে কাদিয়ানের দিগন্তে যা মক্কা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, খোদার ফযল ও করমে গোটা তের (১৩) শ' বছর কালের মধ্যে প্রথম বারই ঐ মহা জাঁকজমকপূর্ণ ভবিষদ্বাণীর প্রতিফলন ঘটলো, যা ছিল হযরতে আকদাস রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাহ্দীর সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ। সে ভবিষ্যদ্বাণী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সত্যতারই এক মহান নিদর্শন ছিল। ইহার উল্লেখ এ হাদীসটিতে পরিলক্ষিত হয় :

ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السماوات والارض ينكسف القمر لاول ليلة من رمضان و تنكسف الشمس فى النصف منه ولم تكونا منذ خلق السموت والارض -
(سنن دارقطنى - باب صفة صلوة الخسوف والكسوف وهيئتها)

গতকাল ছিল ১৩ই রমযান যে দিন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর প্রেমিকরা হাম্দ ও শোকরের দ্বারা অভিসিক্ত নয়নে তাকিয়ে ছিলেন আকাশের দিকে এবং তাদের আত্মা ছিল সিজদাবনত এবং দৃষ্টি ছিল আসমানী নিদর্শনের (চন্দ্রগ্রহণ) উপর স্থির। তদুপরি তারা অপেক্ষমান ছিলেন, সূর্যগ্রহণ হতে আর কতদিন বাকী। সে দিনগুলো কাটতে কাটতে কেটেই গেল এবং সেই ২৮ তারিখ এসে গেল, যে দিন সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয়ে হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, দুনিয়াতে মাহদীর দাবীদার বহুজনের উল্লেখ বিদ্যমান কিন্তু সমস্ত ইতিহাস তন্ন তন্ন করে দেখে নিন, কোথাও চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকে নিজের সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ পেশ করেছে এরূপ একজন দাবীদারও নেই। তদুপরি সে দাবীদার নিজেও ইহার জন্য অপেক্ষমান ছিল। তার মান্যকারীরাও অপেক্ষমান ছিল, কবে আকাশে ঐ নিদর্শন দৃশ্যমান হবে। তেমনি তাদের শত্রুরাও প্রতীক্ষা করতে থাকে, ঐ নিদর্শন প্রকাশিত হবার পূর্বেই যেন এই দাবীকারক মরে যায় এবং তারা সচক্ষে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হতে দেখে নেয়। এহেন দ্বিপক্ষীয় প্রতীক্ষার পরিমণ্ডল বিরাজ করছিল, যা ১৮৮৯ইং হতে শুরু হয়, যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যথাবিহিত ধারায় মাহদী হবার দাবীর পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের গোড়াপত্তন করেন। তারপর আল্লাহর ফযলে ১৮৯৪ইং সালে উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী উহার সকল বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সহকারে পূর্ণতা লাভ করে।

আমরা ঐ বৎসরটিতে প্রবেশ করেছি, যা আসমানী সাক্ষ্যসমূহের বছর। ভূপৃষ্ঠের সাক্ষ্যাবলী তো এই শ্রেণীর লোকেরা রদ করে দিয়েছে। এখন আকাশ হতে সাক্ষ্যসমূহ অবতীর্ণ হচ্ছে। যেমন, টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জামাতের পয়গাম শ্রবণ করাও একটি আসমানী সাক্ষ্য। আল্লাহ্‌র অদ্ভুত শান যে, এ বছরই উল্লিখিত বিষয় দু'টি পরিপূর্ণতার মার্গে উন্নীত হয়।

কাজেই জামাত আল্লাহতা'লার ইহ্‌সানসমূহের জন্য যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক ততই উহা অপ্রতুল বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই খুশী ও আনন্দের সাথে কিছু কণ্টকও রয়েছে, যা দুশমনের অন্তরের আযাব বিশেষ। আর ইহাই আমাদের পথের কাঁটাস্বরূপ সাব্যস্ত হয়। এ সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ণ হওয়াও তো অপরিহার্য ছিল। কেননা হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর ঐ সকল গোলাম, যারা 'আখারীন'দের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে নির্ধারিত ছিল তাদের সপক্ষে বিশেষভাবে এই দৃষ্টান্ত (সুরা ফাতাহ্‌র শেষ রুকূতে) পেশ করা হয়েছিল যে, তাদের অবস্থা তেমনই হবে যেমন একটি বীজ বপন করা হয়। তা অঙ্কুরিত হয়। সে অঙ্কুর আপন কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হয়ে শক্ত ও মজবুত হতে আরম্ভ করে। তারপর অতি আনন্দদায়ক রূপ ধারণ করে। "আল-যুররায়া" (الزراع) বপনকারীগণ, যারা পরিশ্রম ও আন্তরিকতা দিয়ে চাষ করেছেন ইহা দেখে তারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। يعجب الزراع ঐ শস্য-ক্ষেত্র এত সুন্দরভাবে বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠে যে বপনকারীর অন্তরকে আনন্দে ভরে দেয়। ليغيظ بهم الكفار —কিন্তু স্মরণ রেখো তাদের মোকাবেলায় অস্বীকার ও প্রত্যাখানকারীগণ অবশ্যই ক্ষোভ-ক্রোধ ও আক্রোশের শিকার হবে। একদিকে শস্য-ক্ষেত্রটির পুষ্টি সাধন ও বৃদ্ধিলাভ যেমন মানব হৃদয়গুলিতে আনন্দ সুধা ভরে দিবে, তেমনি অন্যদিকে তাদের দুশমন ইহা দেখে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হতে থাকবে। প্রথমে পৃথিবীর পৃষ্ঠে সংঘটিত নিদর্শনাবলীর মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হতো। এখন আসমান থেকে (নৈসর্গিক) নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। এ গুলিকে বন্ধ করে দেখাও। এগুলির পথ রোধ করে দেখাও। সেই পথ রোধ করার ক্ষমতা আদৌ তোমাদের নেই। মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত প্রদীপও কি কখনও নির্বাপিত হতে পারে?

তোমরা রাবওয়াবাসীদের আলোকসজ্জা বন্ধ করে দিয়েছ কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে যে আলোকসজ্জা আমরা গতকাল বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছি ইহাকে তোমরা কি করে রোধ করবে? ইহা তো সেই প্রদীপ নয় যা তোমাদের মুখের ফুৎকারে নিভতে পারে। তোমাদের অন্তরের আগুনও প্রকাশ পায় জগদ্বাসী উহা দেখতে পায়। কিন্তু রওশনীর যে প্রদীপ আল্লাহ্‌তা'লা আহ্‌মদীদের অন্তঃকরণে জ্বেলে দিয়েছেন এবং পৃথিবীময় তাথেকে নূর ছড়িয়ে পড়েছে ইহার পথ তোমরা রোধ করতে পারবে না এবং এই প্রদীপগুলোকে তোমরা নিভাতে পারবে না। ইহা আসমান হতে অবতীর্ণ আলোক মালা। এর উপর বান্দাদের হস্তক্ষেপ করার কোনও ক্ষমতা নেই। .....

(অবশিষ্টাংশ ৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশেষ গুরুত্ববহ

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ

নিশ্চয় আমাদের মাহ্দীর সত্যতার এমন দুইটি লক্ষণ আছে, যাহা আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কাহারও সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নাই। একই রমযান মাসে (চন্দ্র গ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ হইবে এবং (সূর্য গ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হইবে।" (দারকুতনী-১৮৮ পৃঃ এবং আরও ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাবে এই হাদিস বর্ণিত হইয়াছে)।

উল্লেখিত গ্রহণদ্বয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হইয়া গিয়াছে। আযাদ পত্রিকা উর্দু লাহোর, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ, সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট, লাহোর, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ, মাওলানা শাহ্ রফিউদ্দিন সাহেব লিখিত 'কিয়ামত নামার' ভূমিকা (উর্দু) এবং ফরিদপুর জেলায় অন্তর্গত সুরেশ্বর নিবাসী মরহুম মওলানা জান শরীফ সাহেব প্রণীত 'মদীনা কলকি অবতারের ছফিনা' দ্রষ্টব্য।

ব্যাখ্যা ঃ চান্দ্র মাসের ১৩ই, ১৪ই, এবং ১৫ই তারিখের যে কোন রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ এবং ২৭শে,২৮শে ও ২৯শে তারিখের যে কোন দিনে সূর্য গ্রহণ হইয়া থাকে। অতএব, চন্দ্র গ্রহণের প্রথম রাত্রি বলিতে চান্দ্র মাসের ১৩ই তারিখ এবং সূর্য গ্রহণের মধ্যম দিন বলিতে চান্দ্র মাসের ২৮শে তারিখকে বুঝায়। চন্দ্রের প্রথম রাত্রিকে চন্দ্র গ্রহণের প্রথম তারিখ মনে করা মারাত্মক ভুল। কারণ ১ম, ২য় এবং ৩য় তারিখের চন্দ্রকে আরবীতে হেলাল এবং ৪র্থ তারিখ হইতে 'কমর' বলা হয়। উপরোক্ত হাদীসে 'কমর' শব্দ আসিয়াছে। ঐদিন অনেকে চাঁদ দেখিতেও পায় না।

বস্তুত ঃ ১৩১১ হিজীর ১৩ই রমযান মোতাবেক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২১শে মার্চ তারিখে সন্ধ্যা ৭টা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত চন্দ্র গ্রহণ হয় এবং ২৮শে রমযান মোতাবেক ৬ই এপ্রিল তারিখে সকাল ৯টা হইতে ১১টা পর্যন্ত সূর্য গ্রহণ হয়। উল্লেখ্য যে, এই আসমানী নিদর্শন প্রকাশের পূর্বেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মসীহ এবং মাহদী হওয়ার দাবী করিয়াছিলেন। এই নিদর্শন প্রকাশের পর দাবী করিলে কেহ বলিতে পারিত যে, তিনি এই নিদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃত কথা, ঐশী কর্মকাণ্ডের উপর তাঁহার কোন হাত ছিল না।

চন্দ্র ও সূর্যের সাথে আমাদের অর্থাৎ জগদ্বাসী সবাইর সম্পর্ক অতি ব্যাপক ও নিবিড়। আমাদের দেহ মন কোন কিছুই ঐসবের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। অন্য কথায় বলা যায় আমরা কিছুতেই এগুলোর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারি না। চন্দ্র সূর্যকে আমরা ব্যবহারিক জীবনে সময় নির্দ্ধারণে মাস, বছর এসবের গণনার কাজে লাগাই। মুসলমানদের অনেকেই সূর্যের অবস্থান দেখে নামায আদায় করেন। অনেকে আমাবশ্যা পূর্ণিমায় নানা ব্রত পালন করে থাকে।

রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে রমযান মাসের কথা আছে। এরও যে গভীর তাৎপর্য আছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এ মাস মুসলিম বিশ্বের জন্য সাড়া জাগানো মাস। এ মাসে মোমেন মুসলমান ভাই বোনেরা অতীব নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর হুকুম পালনে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান উন্নয়ন এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সাধনায় রত থাকে।

এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি উল্লেখের দাবী রাখে তা হলো চন্দ্র সূর্যের কার্যকারিতা ও প্রভাব আমাদের ইচ্ছা অনইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এসব চলে আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধানে।

এসব দিক ও বিষয় বিবেচনা করলে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের সত্যতা সম্পর্কে উদ্ধৃত হাদিসটিকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা কখনও উচিত হবে না। রমযান মাসের সাথে যেমন আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করার সাথেও। তাই এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য যার আগমনের কথা বলা হয়েছে। সেই পবিত্র সত্তাকে চেনা জানা ও মানার জন্য তৎপর না হলে পবিত্র রমযানের তাৎপর্যও আমাদের কাছ থেকে অনেকখানি হারিয়ে যাবে। কেননা তাঁর আগমন হবে ইসলামের ঘোর দুর্দিনে। অথচ আল্লাহ্‌ তাঁর উপরেই দায়িত্ব দিয়েছেন কুরআন পাকের ইসলামকে পুনর্জীবিত ও বিশ্বময় পুনর্বাসিত করার জন্য। তাঁকে গ্রহণ না করলে হুযুর (সাঃ)-এর হাদীসকে অবজ্ঞা করা হয়। তাঁকে গ্রহণ না করলে ইসলামের পুনর্বাসনের মহান দায়িত্ব পালনও সম্ভব নয়। তাই এই হাদীস আমাদের সবার জন্য যে বিশেষ গুরুত্ববহ তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। রমযান মাসে কুরআন নাযেল হয়ে এর গুরুত্ব বাড়িয়েছে, এ হাদীসও এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

(২৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

এই খুশীর দিনগুলো বৃদ্ধি পাবে; বিস্তার লাভ করবে। উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হবে। এগুলো এমনই দিন, যা রাতগুলিকেও দিবসে পরিণত করবে। কাজেই তাদের এই উৎপীড়নে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষে দুঃখ বা দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এগুলো আমাদের সাফল্যসমূহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা অনিবার্য অংশ স্বরূপ। পবিত্র কুরআনকে কি পরিবর্তন করা যায়? কুরআন করীমেরই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তোমরা যত আগাবে, দুশমন তত কষ্ট অনুভব করবে। অতএব, তাদের এই কষ্টও এক নিদর্শন এবং আমাদের অগ্রসরমান হওয়াও নিদর্শন।.....

অতএব, ইহা এরূপ এক যুগ, যা অফুরন্ত আধ্যাত্মিক স্বাদ উপভোগ করার যুগ। এখন তো এক স্বর্গীয় নেশায় আত্মবিভোর হয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময়। ইনশাআল্লাহ আপনারা দেখবেন, দৈনন্দিন আল্লাহর ফযলে ঐশী কল্যাণ পূর্বাপেক্ষা অধিক শান ও মর্যাদায় অবতীর্ণ হবে। ফলে আসমানের রঙ যমীনের রঙকে বদলে দিবে। ইহা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। তাঁকে ইলহাম (ঐশীবাণী) যোগে বলা হয়েছিল, "রায় ও ধ্যানসমূহ পরিবর্তিত করা হবে।" এই রং-ঢং বদলানো হবে। দেখবেন, ইনশাআল্লাহ, দৈনন্দিন তদ্রূপই হবে।"

(আল ফযল, ইন্টারন্যাশনাল: ৪ঠা-১০ই মার্চ ১৯৯৪ সংখ্যা হতে অনূদিত)

অনুবাদ: মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী।

আপনার পত্র পেলাম

ILORA FARUQUF
49, CENTRAL ROAD
MORDEN SURREY-SM4-5SD
U.K.

স্নেহের ইলোরা,

আস্ সালামু আলায়কুম,

জাফরের মারফত তোমার ১৫ ফেব্রুয়ারীর চিঠি ৫ মার্চে পেয়ে খুশী হয়েছি। আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ। আমার চিঠি ঈদের পরে পাবে তবুও 'ঈদ মোবারক' জানাচ্ছি।

সাধারণতঃ সব ধর্ম ও মতের লোকই আমাদের (আহমদীদের) বিরোধিতা করে। তবে মুসলমানরাই বেশী বিরোধিতা করে। এবং তাদের মধ্য হতেই বেশী লোক আহমদীয়ত গ্রহণও করে। মোল্লারা আমাদের বিরুদ্ধে অনেক জঘন্য ভিত্তিহীন অপবাদ, মিথ্যা-কল্প-কাহিনী প্রচার করে থাকে। আমাদের সাথে মিলামিশা করতে ও আমাদের পুস্তকাদি পড়তে নিষেধ করে। এজন্য দোযখের ভয় দেখায়। যারা এসব বেড়াজাল কাটিয়ে ওঠতে পারে তারাই আমাদের জামাতভুক্ত হয়। তৎপরেও নানাভাবে অত্যাচার অবিচার চলে। আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখন কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে—রোযার কারণে। ঈদের পরেই আবার জোরেশোরে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন এই দোয়া করো।

তুমি জানতে চেয়েছ আমরা জামাতে ইসলামির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিনি কেন? আমাদের আঞ্জুমানে আগুন লাগানো হয়েছিল। আগুন লাগালে সরকার নিজে বাদী হয়ে কেইস করে। আমাদের বেলাতেও সরকার কেইস করেছে। তবে তা নাম মাত্র।

তুমি ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক জানতে চেয়েছ। কুরআনকে আল্লাহ্ পরিপূর্ণ জীবন বিধানরূপে পাঠিয়েছেন। তাই রাজনীতি অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ইসলামের বাইরে নয়। তবে রাজনীতিই ইসলামের সব কিছু নয়। ইসলামের লক্ষ্য হলো সৎ মানুষ তৈরী করে তাদের দ্বারা সৎ সমাজ গড়া। এর তাৎপর্য হলো যে যেখানে থাকুক যে মতবাদই পোষণ করুক তাকে সৎ হতে হবে। যে যাই করুক তা সৎ কাজ হতে হবে এবং তা সৎ উদ্দেশ্যে ও সৎভাবে করতে হবে। স্বল্প কথায় সু-নীতিই ইসলামের নীতি। দুর্নীতি দূর করাই ইসলামের নীতি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, বিশ্ব-সমাজ এ ভিত্তিতে গড়ার প্রচেষ্টা করছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত।

কিছু লিফলেট পাঠালুম। পড়ে মতামত দিলে খুশী হবো।

দোয়া করছি দোয়া চাই।
দোয়ার তুল্য কিছু নাই।
ওয়াস্ সালাম।

আশীর্বাদক
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

পরিচালকের চিঠি

আমার আদরের কচি কচি ভাই ও বোনেরা!

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

অনেক দিন পরে আবার তোমাদের উদ্দেশ্যে লিখতে বসেছি। আশা করি খোদার ফযলে তোমরা সকলে কুশলেই আছো আর ঈদের খুশীর পরে রীতিমত পড়শুনা ও কাজকর্ম শুরু করেছো।

আজ একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। পৃথিবীতে কতক এমন সব ঘটনাও ঘটে যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে তাদের স্রষ্টা—আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হাদীসে উল্লেখিত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাহদীর সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ সংঘটিত একই রমযান মাসের চন্দ্র গ্রহণের নির্দিষ্ট দিনগুলোর প্রথম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখগুলোর মাঝের দিনে সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী তন্মধ্যে একটি। ১৮৯৪ সনের রমযান মাসে ১৩ ও ২৮ তারিখ ঐ গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হয়ে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বেকার আমাদের প্রিয় নবীর (সাঃ) বক্তব্যকে পূর্ণ করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সত্যতা এবং তাঁর মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর সত্যতার ওপর মোহর মেরে দিয়েছে। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ এর মত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যে নৈসর্গিক নিয়মে হয়ে থাকে তা সবারই জানা। কিন্তু, আল্লাহ্‌র মানুষেরা তা তাঁর কাছ থেকে আগেভাগেই জেনে মানুষকে অবহিত করতে পারেন। এ বিষয়গুলো তখন আরও আশ্চর্যের হয় যখন সত্য দাবীকারক ঐ সব সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তাঁর দাবীর সত্যতা হিসেবে ওগুলোকে পেশ করে থাকেন আর তা নির্দিষ্ট ভাবে যথাসময়ে সংঘটিত হয়ে যায়।

বর্তমান বছরে জামাতে আহ্‌মদীয়া ঐ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার শত বার্ষিকী পূর্তি উৎসব পালন করছে। এবারকার গ্রহণের দিনগুলো শতবর্ষ পূর্বেকার দিনের সাথে মিল রেখে রমযান মাসের শুক্রবারগুলোতে পড়ে এর অলৌকিকত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা বড়ই সৌভাগ্যশালী। আগামী ১০০ বছর পরে আবার এদিন আমাদের ভাগ্যে যে জুটবে না তা বলাই বাহুল্য। তাই অতি গুরুত্ব দিয়ে এ ঘটনাটি আমাদের উপলব্ধি করা দরকার এবং খোদার অসংখ্য শোকরিয়া আদায় করা দরকার। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে সে তৌফীক দান করুন। তোমাদের সবার সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করি। খোদা হাফেয।

ইতি—

সংবাদ

বিশেষ সুসংবাদ সম্বলিত খলীফার আহ্বান

বঙ্গানুবাদ

মুকাররম ন্যাশনাল আমীর সাহেব,

আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ও বারাকাতুহু।

আলহামদুলিল্লাহ্, ১৯৯৩ইং সাল অতি মর্যাদাপূর্ণ ও ইতিহাস রচনাকারী মহান সাফল্য-সমূহের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো। উহা বয়াতের দিক দিয়ে এক ঐতিহাসিক বৎসররূপে চিহ্নিত হলো।

আল্লাহ্তা'লা আন্তর্জাতিক বয়াত সম্পর্কিত আহ্বানকে অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও আশিস-মণ্ডিত করেছেন। তিনি আহমদীয়তের বাণী কবুলের এমনই এক বায়ু প্রবাহিত করলেন, যার ফলে খোদাতা'লার হাম্দ ও প্রশংসায় হৃদয় ভরে যায়। এখন নতুন বছরের সূচনা হয়েছে। আল্লাহ্তা'লা এ বছরটি আপনাদের সকলের জন্যে বরকতমণ্ডিত করুন এবং ৯৩ইং সাল অপেক্ষাও ইহাকে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ সাফল্যসমূহ দ্বারা অভিসিক্ত করুন। এ বছরের বয়াত প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় সুসংবাদ আইভরিকোষ্ট থেকে এসেছে।

'ই' সায়াদত বাযোরে বায়ু নেস্ত্
গর না বাখ্শাদ খোদা-এ-বাখ্শান্দা।

(—'এই সৌভাগ্য বাহু বলে অর্জিত হয় না, যদি না মহান দানশীল, ক্ষমাকারী খোদা ইহা প্রদান করেন।')

সেখানে সিলসিলার মুবাল্লেগ প্রিয় আদম মায়াযের তত্ত্বাবধানে যে তবলিগী প্রতিনিধি দল গিয়েছিল, তারা আড়াই মাসের তবলিগী কর্মপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্তা'লার ফযলে তেইশ (২৩) সহস্রাধিক বয়াত নিয়ে ফিরে এসেছে। কর্মপ্রচেষ্টার এ বরকতময় ধারা অব্যাহত আছে। ইনশাআল্লাহ আইভরীকোষ্ট হ'তে আরও সুসংবাদ শীঘ্র পাওয়া যাবে। এখন অন্যান্য দেশগুলোও আগে বেড়ে চলার (প্রতিযোগিতার) এই দৌড়ে হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যের দ্বারা, দোয়া করতে করতে যোগ দিক এবং রূহানী বর্ষার এই মওসুমে মুষলধারে বৃষ্টির দ্বারা যথাযথ কল্যাণমণ্ডিত হোক।

এখন আমি প্রতীক্ষায় আছি, পরবর্তী সংবাদ যে কোন্ দেশ থেকে আসে, তারপর উহারও পরবর্তী সংবাদসমূহ কোন্ কোন্ দেশকে দান করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এইসব সৌভাগ্য প্রদান করুন। 'কানাল্লাহু মা'আকুম' (—আল্লাহ্ আপনাদের সাথী ও সহায়ক হোন)। ওয়াস্ সালাম

খাকসার

মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

"ফিকাহ্ আহমদীয়া" পুস্তকের রিভিশন

'ফিকাহ্ আহমদীয়া'-এর দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে—যা ইবাদতসমূহ, বিবাহ ও তালাক এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কিত তত্ত্ব-তথ্য (মাসায়েল) সমন্বয়ে সংকলিত। কোন কোন বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ওগুলোর রিভিশন-এর জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন।

সিলসিলার উলামা, জামাতের আইনজীবিগণ যাঁরা পার্সনাল ল'তে ব্যুৎপত্তি রাখেন এবং অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট অনুরোধ, 'ফিকাহ্ আহমদীয়া'র উভয় খণ্ড অধ্যয়ন-পূর্বক উহাতে যে অংশ সংশোধনযোগ্য বলে মনে করেন উহা যেন চিহ্নিত করেন, কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত পর্যালোচনা বা মন্তব্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে না, বরং নিজের রায়ের সমর্থনে শরীয়তগত দলিল-প্রমাণও সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যকীয়।

আশা করা যাচ্ছে যে, সম্মানিত বন্ধুগণ এক মাসের মধ্যে নিজেদের পর্যালোচনা ও মন্তব্য 'দফতর, নাযেম দারুল-ইফ্তা-রাবওয়া'র নামে পাঠাবেন।

সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত

২৫/২/৯৪ ইং বাদ জুমুআ পটুয়াখালী জামাতের উদ্যোগে এক জাঁকজমকপূর্ণ সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত অনুষ্ঠানে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন, সর্বজনাব জহির আহমদ, মনির আহমদ, শ, ম, দেলোয়ার হোসেন, ওহাব মাষ্টার, মাহমুদ আহমদ আনসারী (মোয়াল্লেম) ও প্রেসিডেন্ট আবদুল কাদের তালুকদার।

রাবওয়াতে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কীভাবে পালিত হয়

রাবওয়া : চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণীর শতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষ্যে উৎসবের জন্যে ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ রাবওয়াতে আলোকসজ্জা করা হয়। কিন্তু আহমদীয়াতের শত্রুদের নিকটে আহমদী মুসলমানদের এ নিষ্পাপ আনন্দের প্রকাশ সহ্য হয়নি তাই চিনিউটের এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনারের আদেশে রাবওয়ার রেসিডেন্ট মেজিষ্ট্রেট এক আদেশের বলে জানান যে, রাবওয়াতে ১৪৪ ধারা জারী রয়েছে তাই সত্বর যেন আলোকসজ্জা বন্ধ করা হয়। সুতরাং এ আদেশ পালনার্থে বাজারের আলোকসজ্জা বন্ধ করে দেয়া হয়। এভাবে নিরাপদ পরিবেশ রাবওয়ার অধিবাসীদের একটি আনন্দঘন মুহূর্ত সরকারী নির্যাতনমূলক পদক্ষেপে বলি হয়ে গেল। স্মর্তব্য যে, ১৯৮৯ সনে জামাতে আহমদীয়ার শতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা, গরীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ, শিশুদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ, তোরণ নির্মাণ, পতাকা উড়ানো এমন কি নতুন কাপড়-চোপড় পরিধান করে আনন্দ প্রকাশ করার ওপরেও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।

ইহাও জানা গেছে যে, চিনিউটের এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার সাহেব ব্যক্তিগতভাবে রাবওয়া

আসেন এবং বহু পুলিশ সমভিব্যহারে রাবওয়ার অলি গলিতে ঘোরা ফেরা করতে থাকেন যেন ঐসব আহমদী মুসলমানদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো যায় যাদের চেহারার মধ্যে কোন আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এক স্থানে তিনি শিশুদের স্লোগান দেয়ার জন্যে ও পটকা ফুটাবার জন্যে গ্রেফতারীর আদেশ দেন। পুলিশের এহেন কার্যকলাপের ফলে ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ তারিখের রাতে রাবওয়ার বিভিন্ন পাড়া থেকে ২৪ জন খাদেমকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতারকৃতগণের মধ্যে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদও রয়েছেন। ইহা ব্যতিরেকে পুলিশ অত্যন্ত ত্বরিত গতিতে সদর উমূমী, রাবওয়া-এর জিপ এবং খোদ্দামুল আহমদীয়া-এর গাড়ীকেও দখলে নিয়ে নেয়।

পরের দিন অর্থাৎ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ তারিখ ফজরের নামাযের পরে আরও ১৪ জন খাদেমকে আটক করে নিয়ে নেয়া হয়। এভাবে সর্বমোট ৩৮জন খাদেমকে গ্রেফতার করা হয় আর তাদের সকলকে নিরাপত্তা বিঘ্নের আইনের অধীনে ২৪ ঘন্টা আটক করে রাখা হয়।

(সাপ্তাহিক ইন্টারন্যাশনাল আল ফযলের ৪ঠা মার্চ '৯৪ তারিখের সৌজন্যে)

ঢাকায় চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের শত বার্ষিকী পালন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে গত ১২ই মার্চ '৯৪ মোতাবেক ২৮শে রমযান চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের শত বার্ষিকী পূর্তি উৎসব পালিত হয়। বিকেল ৩-৩০ মিঃ একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সম্বন্ধে হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে সর্ব জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং সব শেষে সভাপতি মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশন্যাল আমীর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। রাত্রে আলোকসজ্জার মাধ্যমে দারুত তবলীগকে আলোকিত করা হয়।

০ দেরীতে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে যে, নিম্নবর্ণিত জামাতগুলোও মহান মুসলেহ মাওউদ দিবস পালন করেছে: রংপুর, হেলেঞ্চাকুড়ি, উথলী, ধানীখোলা, কুমিল্লা ও রঘুনাথপুর।

০ গত ২৩শে মার্চ বিভিন্ন জামাতে সভা-সমিতির মাধ্যমে অতি শান ও শওকতের সাথে মহান 'মসীহে মাওউদ (আঃ)' দিবস পালিত হয়। পাঞ্জাবের লুধিয়ানার মহল্লা জাদীদে সুফী আহমদ জান সাহেবের বাড়ীতে যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর হাতে ৪০ জন ভক্তের বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে এ ঐতিহাসিক দিনটির সূচনা হয়। আগামী সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন জামাতের খবর ছাপা হবে ইনশাআল্লাহ্।

পদ খালী

চট্টগ্রাম জামা'তের জন্য মাসিক ৯০০ (নয়শত টাকা) বেতনে একজন সিকিউরিটি পারসোনেলের প্রয়োজন। প্রার্থীকে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হইবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে ৯ম শ্রেণী পাশ হতে হবে। বয়স অনূর্দ্ধ ৪৫ বৎসর। সামরিক/আধাসামরিক বাহিনীর লোককে প্রাধান্য দেয়া হবে। স্ব স্ব জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্টের সুপারিশ সহ আগামী ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত পাঠাতে হবে এবং ২৯শে এপ্রিল শুক্রবার দিন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে। কোন প্রকার খরচ দেয়া হবে না।

জেনারেল সেক্রেটারী
আঃ মুঃ জামা'ত, চট্টগ্রাম
১নং কে, বি, ফজলুল কাদের রোড,
চকবাজার, চট্টগ্রাম

সন্তান লাভ

গত ২রা ফেব্রুয়ারী '৯৪ আল্লাহ্‌তা'লা খাকসারকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ্‌। নবজাতিকা ও তার মাতার সু-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দীনি খাদেমা হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মোয়াল্লেম, মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম

গত ১১ই মার্চ, ১৯৯৪ইং মোতাবেক ২৮শে রমযান ১৪১৪ হিজরী রাত্রি ৯টা ৫ মিনিটে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শহিদুর রহমান খান (রুবেল)-কে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ্‌। সকল আহমদী ভাই-বোনের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করছি যেন আল্লাহ্‌তা'লা নবজাতককে দীর্ঘায়ু, সু-স্বাস্থ্য, সুশিক্ষিত এবং জামা'তের একনিষ্ঠ খাদেম করেন।

জিল্লুর রহমান খান
ক্যাশিয়ার, আঃ মুঃ জাঃ বাংলাদেশ

শোক সংবাদ

মোসাম্মাৎ রাজিয়া বেগম বয়স ৫১ বৎসর স্বামী ডাঃ নূরুল আলম, ভাদুঘর হালকা গত ১৭/৩/৯৪ইং বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্র ১২ ঘটিকায় অনেক দিন বার্ধক্যব্যাধিতে ভোগার পর মৃত্যু বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে.....রাজেউন)। এই মহিলা লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র একজন সদস্যা ও খুব নেক মহিলা ছিলেন। মৃত্যুকালে স্বামী, ছেলে-মেয়ে নাতী-নাতিনী ও অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তার রূহের মাগফেরাত কামনার নিবেদন করছি।

খন্দকার সাঈদ আহমদ (আনু মিয়া)
আমীর আঃ মুঃ জাঃ
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম

প্রতিশ্রুত চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ

প্রকৃত মাহ্‌দীর (আঃ) জন্য অপূর্ব নিদর্শন

(১৮৯৪-১৯৯৪ শত বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে)

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণঃ সৌরজগতের স্বাভাবিক রীতিগুলির মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ অন্যতম। প্রাকৃতিক নিয়ম ধারায় প্রতি বৎসর চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন বলে,—ওয়াশ্‌শামসু তাজরি লিমুস্তাকারিল লাহা, জালিকা তাকদিরুল আজিজিল আলীম। ওয়াল কামারা কাদ্দারনাহু মানাজিলা হাত্তা আদাকাল উরজুনিল কাদিম, লাশ্‌শামসু ইয়ামবাগি লাহা আন তুদরিকাল কামরা ওলাল লায়লু সাবিকুন নাহারা ওয়া কুল্লুন ফি ফালাকিই ইয়াসবাহুন (ইয়াসিন)। —সূর্য এক নির্দ্ধারিত গণ্ডিতে চলছে। এটি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় খোদার নির্দ্ধারিত আইন। চাঁদের জন্যও নির্দ্ধারিত গন্তব্যস্থল স্থির করা হয়েছে —যে পথে চলতে চলতে (চন্দ্র) একটি পুরাতন শুষ্ক শাখার ন্যায় হয়ে যায় এবং আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। সূর্যের সাধ্য নেই যে সে বৎসর পরিক্রমায় কোন এক সময় চন্দ্রের নিকটে যায়; আর না রাতের (অর্থাৎ চন্দ্রের) সাধ্য আছে দিনকে (অর্থাৎ সূর্যকে অতিক্রম করার। এরা সবাই নিজ নিজ নির্দ্ধারিত কক্ষ পথে সহজভাবে বিচরণ করছে। অতএব চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণও এই নির্দ্ধারিত গণ্ডিতে আবর্তিত হচ্ছে। চাঁদ যখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যখানে এসে দাঁড়ায় তখন সূর্য গ্রহণ হয়। আর পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। সূর্য বা চন্দ্রের আলো ঢাকা পড়াকেই গ্রহণ বলে। চন্দ্র গ্রহণের কালকে Full Moon এবং সূর্য গ্রহণের কালকে New Moon বলে। গ্রহণের জন্য পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্য এক সমান্তরাল রেখায় আসা জরুরী। চন্দ্র ও পৃথিবী একে অপরকে এবং চন্দ্র ও পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা কালে পাঁচ ডিগ্রী পার্থক্য বর্জায় রাখে। তা না হলে প্রতি মাসেই গ্রহণ লাগত। একটি সৌর বৎসরে অধিক থেকে অধিক সাতটি গ্রহণ হতে পারে। এর মধ্যে চার অথবা পাঁচটি সূর্যগ্রহণ এবং তিন অথবা দুইটি চন্দ্রগ্রহণ হয়। আর কমপক্ষে বৎসরে দু'টি গ্রহণ হতে পারে। চন্দ্রগ্রহণ বহুস্থান থেকে দৃশ্যমান হয়। অপরদিকে সূর্যগ্রহণ অল্প স্থানেই দেখা যায়। বিশেষ করে সমুদ্র থেকেই সূর্য গ্রহণ সহজে নজরে আসে।

চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখের মধ্যে কোন এক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৭, ২৮, ২৯ তারিখের মধ্যে কোন এক তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে। হুজ্জাতুল কেরামা

ফি আসরিল কিয়ামা পুস্তকে বলা হয়েছে যে, "জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী ১৩, ১৪, ১৫ এবং ২৭, ২৮, ২৯ চান্দ্র তারিখে যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয়ে থাকে (৩৪৪ পৃঃ) গ্রহণের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে। কোন কোনটি দৃশ্যমান আবার কোনটি প্রচ্ছন্ন। প্রফেসার J. A. Mitchell তার Eclipses of the Sun পুস্তকে (Columbia University press, New York. 5th Edition 1951, Page 53) সূর্যগ্রহণের চারটি প্রকার বর্ণনা করেছেন যথা : (1)Partial (2) Annular (3) Annular Total (4) Total পার্শিয়েল বা আংশিক গ্রহণে সূর্যের কিছু অংশ আবৃত হয়। এনোলার গ্রহণে সূর্যের মধ্যবর্তী অংশ আচ্ছাদিত হয়। টোটাল গ্রহণে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়। এনোলার টোটালে ২ ও ৪ নম্বর বর্ণিত গ্রহণের মিলিতরূপ প্রকাশ পায়। এহেন গ্রহণ খুব কমই হয়ে থাকে। ১৩১১ হিজরীর ২৮ রমযানের গ্রহণ এই প্রকার ছিল। এ বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রতিশ্রুত গ্রহণ ঃ পূর্বেই বলেছি গ্রহণ একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যাপার। তবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে একটি বিশেষ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি বা ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়। আজকের আলোচ্য বিষয় সেই অপূর্ব, অভূতপূর্ব প্রতিশ্রুত গ্রহণটি নিয়ে।

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে ঃ হিন্দু বা ভারতীয় গ্রন্থগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে কলি কালে একটি বিশেষ সময়ে "সূর্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি এক রাশিতে পক্ষ নক্ষত্রে একত্রিত হবে (ভাগবত পুরাণ, ১৩ স্কন্দ)। এর আলোকে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'সত্য যুগ' পত্রিকায় জনৈক পণ্ডিত লিখেছেন, "এক যুগ সমাপ্ত হয়ে অন্য যুগ আরম্ভ হলে জগতে মহা পরিবর্তন ঘটে থাকে। যখন সূর্য চন্দ্র এক রাশিতে একত্রিত হয় (অর্থাৎ তখন এক বিশেষ গ্রহণ হয়ে থাকে)। তখন সত্য যুগ আরম্ভ হয়। .....জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে এই যুগ শুরু হয়ে গেছে (আগষ্ট, ১৯৪১ সাল)। কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন, একজন মহাপুরুষ অবশ্য অবশ্যই ১৯০০ সালের মধ্যে আবির্ভূত হবেন। (ট্রিবিউন, ৮ই জুলাই, ১৮৯৯) মহাভারতে আছে—সূর্যং রাহু রুপষ্যতি। যুগান্তে হুতভুক চাপি সর্বতঃ প্রজ্বলিষ্যতি (বনপর্ব, ১৯০/৮২)। অর্থাৎ যুগান্তে বা শেষ যুগে যখন সমগ্র পৃথিবীতে আগুন জ্বলে উঠবে (আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধবিগ্রহ হবে), তখন অতিথিতে এক বিশেষ রাহু গ্রাস বা গ্রহণ সংঘটিত হবে। গ্রহণ বহু হয় কিন্তু এই গ্রহণটি হবে ব্যতিক্রম ধর্মী। মহাত্মা সুরদাস বলেছেন—দুষ্ট দুষ্টকো এয়সা কাটে জেয়সে কীট মরে, চন্দ্র সুরয়ো কে রাহু গিরলে মৃত্যু বহুত পড়ে (সুর সাগর) অর্থাৎ—মারামারি হবে, মৃত্যু ঘটবে এবং চন্দ্র সূর্যে গ্রহণ হবে।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন কালে "সূর্য অন্ধকার হবে ও চন্দ্র জ্যোৎস্না দেবে না (মথি ২৪:২৯) "সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চন্দ্র রক্ত বর্ণ ধারণ করবে (প্রেরিত, ২:২০) "সূর্য লোমজাত কম্বলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণচন্দ্র

রক্তের ন্যায় হবে (ঐ, ৬:১) সূর্য কম্বলের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ ও পূর্ণ চন্দ্র রক্তবর্ণ দেখায় একমাত্র গ্রহণ কালেই।

শিখ গ্রন্থেঃ শিখদের গ্রন্থেও আছে যে, যখন মাহদী মীর আবির্ভূত হবেন তখন চন্দ্র সূর্যেও তাঁর লক্ষণ প্রকাশিত হবে। যথা—"নিহ কলঙ্ক বাজে ডঙ্ক, চড়হোদিল রবি ইন্দ্রজিও (গ্রন্থ সাহেব, মুহল্লা ৭, ঝুলনা ৪)। হিন্দু, খৃষ্টান এবং শিখদের ধর্মগ্রন্থের এইসব বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, যুগান্তে বা শেষ যুগে সূর্যের এক বিশেষ গ্রহণ হবে। চন্দ্র ও সূর্যের ঐ গ্রহণ প্রতিশ্রুত মসীহের সত্যতার চিহ্নস্বরূপ হবে।

পূর্ণ শরিয়ত গ্রন্থ আল কুরআনঃ পবিত্র কুরআনে আছে, ওখাসাফাল কামরু ওয়া জুমিয়াশ্‌শামসু ওয়াল কামরু ইয়াকুলুল ইনসানু ইয়াওমাইজিন আইনালমাফার (কিয়ামত) অর্থা—চন্দ্র গ্রহণ হবে, সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ হবে। সেই সময় লোকেরা বলবে আর পলায়ন করার জায়গা কৈ? অর্থাৎ দলীল প্রমাণ দ্বারা অস্বীকার করার আর কোন পথ থাকবে না।

বিভিন্ন গ্রন্থেঃ ধর্মগ্রন্থ ছাড়া, জ্ঞানীগুণী পবিত্র পণ্ডিতগণের লিখিত গ্রন্থেও একটি বিশেষ গ্রহণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলির নাম (১) ফতোয়া হাদীসীয়া-হাফেয ইবনে হজর মক্কী (২) আহওয়ালুল আখেরা (৩) হুজাজুল কিরামা (৪) আকায়েদুল ইসলাম-আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (৫) কিয়ামত নামা-শাহ রফি উদ্দীন (৬) ইকতেরাবুস সায়াত (৭) মকতুবাত ইমাম রব্বানী (৮) বেহারুল আনওয়ার (৯) আখেরী গীত-মোহাম্মদ রমযান হানফী (১০) কসিদা নিয়ামত উল্লাহ্ ওলী (১১) আকমালুদ্দীন প্রভৃতি।

সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা পুস্তকেঃ (১) হযরত ইমাম মেহদী (আঃ) (৪৭ পৃঃ) (২) ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের পূর্বে ও পরে (৪১ পৃঃ) (৩) ইমাম মাহদী ও ইয়াজুজ মাজুজ (৩১ পৃঃ)। ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, ৪৭৮-৪৮০ পৃষ্ঠায় নিয়ামতউল্লাহ্ ওলীর কসিদার যে বঙ্গানুবাদ ছাপা হয়েছে তাতে আছে—আমি দেখছি হীন বংশের লোক অকেজো শিক্ষা নিয়ে আজ মোল্লা মৌলবীর আল খেল্লা পরছে। ..... আমি দেখছি ধর্মনিষ্ঠ লোকেরা দেশ ত্যাগী হয়েছে।.....চাঁদ তার চাঁদনী হারিয়ে আঁধার হয়ে যাবে, সূর্যটাও হারিয়ে ফেলবে তার তেজ।.....সত্য ইমাম আবার উদয় হবেন আর সারা জাহানে রাজত্ব করবেন। আমি দেখছি ও পড়ছি আহমদ ইত্যাদি।

একটি হাদিসঃ হযরত আলী বিন ওমর বাগদাদী দার কুতনী মুহাদ্দেস তাঁর সুনান দার কুতনী হাদীস গ্রন্থে ইমাম বাকের (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল, ইন্নালিমাহদীঈনা আয়াতাইনে লাম তাকুনা মুনজু খালকিস সামাওয়াতে ওয়াল আরজে ইয়ান খাসিফুল কামারুলি আওয়ালে লায়লাতিম মিন রামাযানা ওয়া তান কাসিফুশ্‌শামসু ফিন নিসফি মিনহু (যিলদ আওয়াল, ১৮৮ পৃঃ)।

মীমাংসাকারী) (নূরুল হক, ১ম খণ্ড)। এরপর ১৮৯৪ সালের অর্থাৎ ১৩১১ হিজরীর রমযান মাসের ১৩ তারিখ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯-৩০ মিনিট পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ তারিখ সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সূর্য গ্রহণ হয়। চাঁদের ১৩ এবং ২৮ তারিখ ছিল ২১ মার্চ ও ৬ এপ্রিল। এই গ্রহণের সংবাদ আজাদ, পাইওনিয়ার এবং সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট পত্রিকায় ছাপা হয়। তাছাড়া ঐ সনের পঞ্জিকায়ও এই গ্রহণ সম্বন্ধে পূর্বেই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল Prof. T. R, Von Oppolzer তার Canon of Eclipses গ্রন্থে 1208 B. C. থেকে 2161 A. D. পর্যন্ত গ্রহণগুলির তারিখ মুদ্রিত করেছেন। এই গ্রন্থেও উল্লেখিত তারিখদ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের উল্লেখ আছে। ১৮৯৪ সালের Nautical Almanac, London ; এতেও এই গ্রহণের উল্লেখ আছে।

এই গ্রহণের পর মৌলবী সাহেবরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাদের চেহারা মলিন হল। তারা হায় হায় করতে লাগলো। কিন্তু না, তারা জাজ্জল্যমান সত্যকে মানতে রাজী নন। নূতন মসলা তৈরী করা হল। বলা হল, 'চন্দ্র গ্রহণ হবে রমযানের প্রথম তারিখে। অতএব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি। আমরা মির্যা সাহেবকে মানি না, মানব না।' মসীহে মাওউদ (আঃ) এর উত্তরে বলেন যে, প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মে চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্দ্ধারিত রাতগুলির প্রথম রাত অর্থাৎ ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হওয়া (নূরুল হক, ২য় খণ্ড)। এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীসে চন্দ্রের জন্য 'কমর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এক থেকে তৃতীয় দিনের চাঁদকে আরবীতে হেলাল বলে। চার থেকে মাসের শেষ দিন পর্যন্ত চাঁদকে আরবীতে কমর বলে (আকরাবুল মুয়ারেদ, ২য় খণ্ড)। অতএব, হাদীসে যেহেতু 'কমর' শব্দ এসেছে সেহেতু এই গ্রহণ কখনও প্রথম দিনের অর্থাৎ দ্বিতীয়ার চাঁদে হতে পারে না। প্রথম দিনের চাঁদ তো দেখাই যায় না অনেক সময়। ঈদ ও রমযানের চাঁদ দেখা নিয়ে কতই না মতভেদ দেখা যায় আলেম ওলামাদের মাঝে। এজন্য সরকার গঠন করেছেন রুইয়াতে হেলাল কমিটি। সরু-বক্র ক্ষীণ চাঁদে কি গ্রহণ দর্শন সম্ভব? কখনই না। সত্য মাহদীকে না মানার জন্য ওলামারা এই হঠকারিতা করে যাচ্ছেন।

এখানে এও উল্লেখ্য যে, প্রথম রাত বলতে একদিকে যেমন চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্দ্ধারিত প্রথম রজনী বুঝায় তেমনি রাতের প্রথম অংশকেও বুঝায়। সূর্যগ্রহণের জন্য নিসফ বা মধ্যবর্তী শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা যেমন সূর্যগ্রহণের জন্য নির্দ্ধারিত তারিখত্রয়ের মধ্যে মধ্যবর্তী তারিখকে বুঝায় তেমনি দিনের নিসফ বা অর্দ্ধাংশে এই গ্রহণ হবে বুঝায়। পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে এই গ্রহণ লাগবে বলেও বুঝায়। আওয়ালালায়ল এবং নিসফ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা মহানবী (সাঃ) তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'আমার মাহদীর জন্য দু'টি নিদর্শন আছে যা আকাশ-যমীন সৃষ্টি অবধি আর কখনও (কারো জন্য) প্রদর্শিত হয়নি। তাহল, একই রমযান মাসে (চন্দ্র গ্রহণের) প্রথম রাত্রে চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং সূর্য গ্রহণ হবে (সূর্যগ্রহণের) মধ্যবর্তী (তারিখে)। হাদীসটিতে বলা হয়েছে—(১) আমার মাহদী অর্থাৎ-মহানবীর (সাঃ) প্রিয় সত্য মাহদীর জন্য (২) দু'টি বিশেষ নিদর্শন প্রদর্শিত হবে। (৩) এই নিদর্শন অভূতপূর্ব যা আকাশ-যমীন সৃষ্টি অবধি অন্য কোন ঐশী-পুরুষের জন্য প্রদর্শিত হয়নি। (৪) একই রমজান মাসের ১৩ তারিখ রাতে চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং (৫) ঐ মাসের ২৮ তারিখ দিনে সূর্যগ্রহণ হবে। সত্য এবং মিথ্যা মাহদীর মধ্যে এই গ্রহণ দু'টি হল প্রধান পার্থক্য চিহ্ন। মাহদী হওয়ার দাবী যারা করবে তাদের মধ্যে যার দাবীর পর এই গ্রহণ দু'টি সংঘটিত হবে তিনিই হবেন মহানবীর (সাঃ) মাহদী (আঃ)। এই মাহদীকে অন্য এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) অগ্রিম সালাম জানিয়ে গেছেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী ঃ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ যখন আবির্ভূত হলেন (সূরা সফ, বোখারী ফিত তারিখ, হুজাজুল কেরামা, কসিদা নেয়ামতউল্লাহ্, যেন্দ আবেস্তা)। তাঁর নামের এক অংশে গোলাম শব্দটিও আছে (বেহারুল আনওয়ার) তিনি পারশ্যের রাজবংশীয় লোক অর্থাৎ মির্যা (বোখারী কিতাবুত তফসীর) তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকে অবস্থিত ভারতের কারা অঞ্চলের কাদিয়ান থেকে আগমন করলেন (মুসলেম, এরশাদুল মুসলেমিন, হুজাজুল কেরামা, জুয়াহেরুল আসরার)। তিনি ১২৫০ হিজরীর ১৪ই শাবান বা শাওয়াল শুক্রবার দিন এক ভগ্নীসহ জন্মগ্রহণ করেছেন (আল ইউয়াকত ওয়াল জওয়াহের, বিহারুল আনওয়ার, ফুসুসুল হাকাম)। কিন্তু এতসব ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টভাবে পূর্ণ হওয়ার পরও মোল্লা মৌলবী সাহেবরা হৈ চৈ করতে লাগলেন যে, 'আমরা এত সহজে মানব না। যদি এই দাবী-কারকের সমর্থনে আকাশে চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ একই রমযান মাসে লাগে তাহলে আমরা মানতে পারি।' প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ) ১৮৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৬ সালে প্রথম ঐশীবাণী লাভ করেন। ১৮৮২ সালে মা'মুর হওয়ার দাবী করেন। ১৮৮৯ সালের ২০শে মার্চ আল্লাহ্র নির্দেশে প্রথম বয়াত গ্রহণ করেন। ১৮৯০ সালে ঈসার (আঃ) মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। ১৮৯১ সালে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবী করেন। এরপরও মৌলবী মৌলানারা যখন একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যের দু'টি গ্রহণ ছাড়া তাঁকে গ্রহণ করব না বলে চীৎকার করছিলেন, তখন তিনি দোয়া করলেন, "হে খোদা, আমি কি তোমার পক্ষ থেকে নই ?··· ফাফতা বাইনানা ওয়া বাইনা কাউমিনা বিলহাক্কে ওয়া আনতা খায়রুল ফাতেহীন (ফয়সালা কর আমার এবং আমার জাতির মধ্যে সত্য সহকারে, কেননা একমাত্র তুমিই উৎকৃষ্ট

আল্লাহ্‌র নবী ছাড়া এভাবে শব্দ ব্যবহার অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয় (দেখুন, নূরুল হক : ২য় খণ্ড)।

১৮৯৪ সালের এই গ্রহণদ্বয় কাদিয়ান এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে দৃশ্যমান ছিল। দাবীকারক যে অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন সেই অঞ্চলে এই গ্রহণ সবাই স্পষ্টভাবে দেখেছে। Prof. Oppolzer তার Canon of Eclipses গ্রন্থে নকশার মাধ্যমে এই গ্রহণ দেখা যাওয়ার স্থানগুলি দেখিয়েছেন (Chart No. 148)। ১৮৯৪ সালের নটিকেল আলমানাক (লণ্ডন), এতেও ম্যাপ সহযোগে ঐসব স্থান যেখান থেকে এই গ্রহণ দেখা গেছে তা প্রদর্শন করেছে।

১৮৯৫ সনে দ্বিতীয়বার গ্রহণ : মুখতসর তাযকেরা কুরতবী (কুত্‌বে রাব্বানী আব্দুল ওহাব শিরানী (রহঃ) কৃত) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে,—ইন্নাশ্‌শামসা তানকাসিফু মাররাতাইনে ফি রামাযানা (১৪৮ পৃঃ) অর্থাৎ—গ্রহণ হবে দু'বার। ১৮৯৫ সালে এই গ্রহণ পশ্চিম গোলার্দ্ধে অর্থাৎ আমেরিকায় দ্বিতীয়বারের মত দেখা যায়। এই গ্রহণ দু'টি যথাক্রমে, চন্দ্রগ্রহণ ১১ মার্চ এবং সূর্যগ্রহণ ২৬ মার্চে সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে, ১১ এবং ২৬ মার্চ তারিখ দু'টি ছিল রমযান মাসের ১৩ ও ২৮ তারিখ। মসীহে মাওউদ (আঃ) এই গ্রহণের কথা হকীকাতুল ওহী পুস্তকে ১৯০৭ সালে প্রকাশ করেন (১৯৫ পৃঃ)।

হাদীসে বলা হয়েছে এই দু'টি চিহ্ন আকাশ যমীন সৃষ্টি অবধি অন্য কারো জন্য প্রদর্শিত হয়নি। এর অর্থ এই নয় যে, একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ আর হয়নি। কম বেশী প্রায় বাইশ বৎসরের মধ্যে একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ এক অথবা দুইবার সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত তারিখদ্বয়ে এই গ্রহণ আর কখনও হয়েছে বলে জানা যায় না। উসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নভোবিজ্ঞানী অধ্যাপক সালেহ মোহাম্মদ আলাদীন তাঁর সহকর্মী ডঃ মোহন বল্লভ গোস্বামীকে নিয়ে একযোগে এ ব্যাপারে গবেষণা করেছেন। তাঁরা ১৮০০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত রমযানে অনুষ্ঠিত গ্রহণ নিয়ে বিচার বিবেচনা করেছেন। এই গবেষণায় তাঁরা দেখেছেন যে, এই দুই শতাব্দীতে এ পর্যন্ত সতের বার সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ রমযানে হয়েছে। এগুলির মধ্যে শুধু ১৮৯৪ সালের গ্রহণদ্বয়ই নির্দ্ধারিত তারিখে ঘটেছে এবং কাদিয়ান থেকে তা স্পষ্ট দেখা গেছে। সরকার পরিচালিত কলিকাতাস্থ Meteorological Department Positional Astronomy Centre এ কর্মরত বৈজ্ঞানিকবৃন্দ গবেষণা করে দেখেছেন যে, দশবার সংঘটিত এহেন গ্রহণের মধ্যে ১৮৯৪ সালের গ্রহণই শুধু কাদিয়ান থেকে দেখা যায়। এই গ্রহণের বিশেষত্ব হল,—(১) একই রমযান মাস হওয়া (২) চাঁদের ১৩ ও ২৮ তারিখ হওয়া (৩) কাদিয়ান থেকে দেখা যাওয়া (৪) মাহদী হওয়ার দাবীকারক বিদ্যমান থাকা

(৫) ইমাম মাহদী (আঃ) স্বয়ং এই গ্রহণকে তাঁর সত্যতার নিদর্শনরূপে দাবী করা। (এ বিষয়ে দেখুন চশমায়ে মা'রেফত: ৩১৫ পৃঃ এবং তোহফায়ে গুলড়াবীয়াঃ ২৯ পৃঃ) হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমিও খোদার কসম করে বলছি যে, আমিই মসীহে মাওউদ (দাফে উল বালা ১৮ পৃঃ) "আমার যুগেই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে' (হকীকাতুল ওহী: ৪৫ পৃঃ) "আমি সেই খোদার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তিনি আমার সত্যতার জন্য আকাশে চিহ্ন প্রকাশ করেছেন। ...আমি খানা কা'বায় দাঁড়িয়ে কসম খেয়ে বলতে পারি যে, এই নিশান আমার সত্যতার জন্য (তোহফায়ে গুলড়াবীয়া ৫৩, ৫৪ পৃঃ)। ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন—

এয়সা গুমান কে মাহদী খুনী ভি আয়েগা আওর কাফেরোঁকে কতল সে দীন কো বারহায়েগা। আয় গাফেলোঁ ইয়ে বাতেঁ সরাসর দরোগ হ্যায় বুহতান হ্যায় বেসবুত হ্যায় আওর বেফরোগ হ্যায়। ইয়ারো জো মরদ আনে কো থা ও তো আচুকা ইয়েরাজ শমস ও কমর ভি বাতাচুকা। অন্যত্র বলেছেন—

ফের মেরে বাদ আওরোঁকা হ্যায় ইন্তেজার কিয়া? তৌবাকর কে জীনেকা হ্যায় এতেবার কিয়া।

পরিশিষ্ট ঃ পৃথিবীতে আসল যেমন আছে তেমনি নকলও আছে। সব ভাল জিনিসেরই নকল বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খাদ্য-দ্রব্য থেকে শুরু করে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ পর্যন্ত নকল হয়। টাকা জাল হয়, জাল হয় পাস পোর্ট পর্যন্ত। এক কথায় জাল আর ভেজালে আমাদের দেশ সয়লাব হয়ে আছে। কিন্তু তাই বলে কি আসলের অস্তিত্ব নেই? নকলের মধ্য থেকে আসলকে কি বেছে নেয়া যায় না? যায়। আসল নকল পার্থক্য করা হয় বিশেষ মার্কা 'ট্রেডমার্ক' বা 'জলছাপ' দিয়ে। প্রায়ই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় 'নকল হইতে সাবধান'। আসল এবং খাঁটি সরিষার তৈল পেতে হলে 'সূর্য মার্কা' দেখে কিনুন। চাঁদ তারা মার্কা ঘি আসল ঘি। এই মার্কাই হল আসল নকলের পার্থক্য। কিন্তু না, এরপরও নকল হয়, জিঞ্জিরাওয়ালারা তাদের কেরামতি দিয়ে আসলের মার্কাটিকেও নকল করে ফেলে।

আল্লাহ্‌তা'লা ইমাম মাহদীর (আঃ) নামে যাতে কেউ নকল করতে না পারে সেজন্য মার্কার ব্যবস্থা করেছেন মানুষের নাগালের বাইরে, আকাশে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, মাহ্‌দীনা, অর্থাৎ—আমার মাহদী। এই 'আমার মাহদী' শব্দ দ্বারা বুঝায় আমার নিশান প্রাপ্ত চিহ্নিত মাহদী। মাহদী আরো আছে তবে তারা নবী করীমের (সাঃ) মাহদী নয়। মহানবীর (সাঃ) প্রিয় মাহ্‌দীর (আঃ) জন্য 'চন্দ্র সূর্য' মার্কাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোন মানুষের পক্ষে আকাশের চাঁদ সূরুযে কারসাজি করা সম্ভব নয়। চাঁদ সূরুযে গ্রহণ লাগাতে পারে এমন শক্তি কার আছে? কোন মহাবিজ্ঞানী কি পারবে চন্দ্র সূর্যে গ্রহণ লাগাতে? না। পবিত্র কুরআন বলে,—আশ্‌শামসু ওয়াল কামারু বেহসবান—সূর্য ও চন্দ্রের গতি স্বয়ং আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তাই কোন বড় শয়তান

বা ফেরেশ্‌তার পক্ষেও চন্দ্র সূর্যে ভেজাল করা সম্ভব নয়। সত্য মাহ্‌দীর (আঃ) মার্কা এজন্যই সুদূরের চন্দ্র সূর্যকে করা হয়েছে। যার নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে নয় বরং স্বয়ং আল্লাহুরাব্বুল আলামীনের হাতে।

ভবিষ্যদ্বাণীতে ছিল—এহেন নিদর্শন আর কোন প্রেরিত পুরুষের জন্য দেখানো হয় নি। এই নিদর্শন একমাত্র সত্য মাহ্‌দীর (আঃ) জন্য। মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমাকে এমন নিদর্শন দেয়া হয়েছে যা আদম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি (তোহফায়ে গুলড়াবীয়া: ৫৪ পৃঃ)। এই স্পষ্ট ঐশী নিদর্শন দেখার পর মৌলবী মৌলানা সাহেবরা তাদের রূপ পরিবর্তন করে নূতন আপত্তি উত্থাপন করলেন। বললেন, "মির্যা সাহেব রসূল করীমকে (সাঃ) অপমান করেছেন। কারণ রসূল করীমের (সাঃ) জন্য চন্দ্র সাক্ষী দিয়েছিল। যাকে শাককুল কমর বলে। আর মির্যা সাহেব বলেন, তাঁর জন্য চন্দ্র ও সূর্য সাক্ষী দিচ্ছে।"

ধর্মান্ধতা যে মানুষকে অন্ধ করে দেয় তার প্রমাণ হল এই কথা। বলি, এই ভবিষ্যদ্বাণী কি মির্যা সাহেবের তৈরী? না এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য ইংরাজ বৈজ্ঞানিকরা দায়ী? এই ভবিষ্যদ্বাণী তো সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, 'খাতামান নাবীঈন, ইমামুল মুরসালীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর। মহানবীর (সাঃ) গোলাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেন, "যা কিছু আমার সমর্থনে প্রকাশিত হয় প্রকৃত পক্ষে ঐ সব আঁ হযরতেরই (সাঃ) মোজেযা (তাতিম্মা হকীকাতুল ওহী: ৩৫ পৃঃ)। এই প্রতিশ্রুত গ্রহণ দ্বারা একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় তেমনি মহানবী (সাঃ)-এর সত্যতাও এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই স্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান ঐশী চিহ্নটিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কোন নাস্তিকও না, কোন আস্তিক তো নয়ই। তবে মৌলবী সাহেবদের কথা ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন ভি, সি, প্রফেসার শামসুল হক এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "মনে হয় মাদ্রাসা থেকে যারা পাশ করে তারা যেন অন্য কোন গ্রহের জীব (সাপ্তাহিক বন্ধু: ১৪ নভেম্বর '৯১)। আমরা এব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চাই না। তবে আমাদের গ্রহের বিবেকবান মানুষদের কাছে আমাদের সবিনয় নিবেদন, এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা কি ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) সত্যতার জন্য যথেষ্ট নয়? সাফ দীলকো কসরতে এযাজ কি হাজত নেহি, এক নিশাঁ কাফি হ্যায় গর দীল মে হো খৌফে কিরদিগার-অন্তর সাফ হলে অধিক নিদর্শনের প্রয়োজন হয় না। খোদা ভীতি থাকলে একটি নিশানই যথেষ্ট।

১৮০৭—১৯৮২ সাল পর্যন্ত রমযান মাসে সংঘটিত চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ।

ক্রমিক নম্বর	তারিখ ও টাইপ	কাদিয়ান থেকে দৃশ্যমান কিনা	গ্রহণের হিজরী তারিখ (যদি দেখা গিয়ে থাকে)
১	১৮০৭ নভে-১৫ (এল পি)	না	
	নভে-২৯ (এস, টি)	না	
২	১৮০৮ নভে-৩ (এল, টি)	না	
	নভে-১৮ (এস, পি)	না	

৩	১৮২৯ মার্চ-২০ (এল, পি)	হা	১২৪৪—১৫ রমযান
	এপ্র-৪ (এস, টি)	না	
৪	১৮৩০ মার্চ-৯ (এল, টি)	হা	১২৪৫—১৪ রমযান
	মার্চ-২৪ (এস, পি)	না	
৫	১৮৫১ জুলা-১৩ (এল, পি)	না	
	জুলা-২৮ (এস, টি)	না	
৬	১৮৭২ নভে-১৫ (এল, পি)	না	
	নভে-৩০ (এস, পি)	না	
৭	১৮৭৩ নভে-৪ (এল, টি)	হা	১২৯০—১৪ রমযান
	নভে-২০ (এস, পি)	না	
৮	১৮৯৪ মার্চ-২১ (এল, পি)	হা	১৩১৯—১৩ রমযান
	এপ্রি-৬ (এস, টি, এ)	হা	১৩১১—২৮ রমযান
৯	১৮৯৫ মার্চ-১১ (এল, টি)	না	
	মার্চ-২৬ (এস, পি)	না	
১০	১৯১৬ জুলা-১৪ (এল, পি)	না	
	জুলা-৩০ (এস, এ)	না	
১১	১৯১৭ জুলা-৫ (এল, টি)	হা	১৩৩৫—১৪ রমযান
	জুলা-১৯ (এস, পি)	না	
১২	১৯৩৭ নভে-১৮ (এল, পি)	না	
	ডিসে-২ (এস, এ)	না	
১৩	১৯৩৮ নভে-৭ (এল, টি)	হা	১৩৫৭—১৫ রমযান
	নভে-২২ (এস, পি)	না	
১৪	১৯৫৯ মার্চ-২৫ (এল, পি)	হা	১৩৭৮—১৫ রমযান
	এপ্রি-৮ (এস, পি)	না	
১৫	১৯৬০ মার্চ-১৩ (এল, টি)	না	
	মার্চ-২৭ (এস, পি)	না	
১৬	১৯৮১ জুলা-১৭ (এল, পি)	না	
	জুলা-৩১ (এস, টি)	হা	১৪০১—২৮ রমযান
১৭	১৯৮২ জুলা-৬ (এল, টি)	না	
	জুলা-২০ (এস, পি)	না	

বি: দ্রঃ 'এল' দ্বারা লুনার, 'এস' দ্বারা সলার, 'টি' দ্বারা টোটেল, 'পি' দ্বারা পার্শিয়েল এবং 'এ' দ্বারা এনোলার বুঝান হয়েছে।

পৌণে দুই শত বৎসরের মধ্যে যতগুলি গ্রহণ হয়েছে তন্মধ্যে ১৩১১ হিজরীর ২৮ রমযানের গ্রহণটি ছিল ব্যতিক্রম ধর্মী টোটেল এনোলার। আর এজন্য পবিত্র কুরআন এই গ্রহণটিকে সাধারণ গ্রহণ 'কাসিফ' না বলে 'জুমিয়াশ্‌ শামস' বলেছে। কী গভীর তাৎপর্য আল্লাহ্‌তা'লার বাণীতে!

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের হাদী ও নাসের হোন। আমীন।

আপনার সন্ধানে আছি !

—হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(১) আপনি কি পরিশ্রম করিতে জানেন ? এইরূপ পরিশ্রম যে তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করিতে পারেন ?

(২) আপনি কি সত্য কথা বলিতে জানেন ? এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না ; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করে না এবং কেহ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কিচ্ছা শুনাইলে আপনি তাহার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না ?

(৩) আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হইতে মুক্ত ? মহল্লার গলিতে ঝাড়ু দিতে পারেন ? বোঝা বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন ? বাজারে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব প্রকার ঘোষণা করিতে পারেন ? সমস্ত দিন চলিতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকিতে পারেন ?

(৪) আপনি কি ই'তিকাফ করিতে পারেন ? এইরূপ ই'তিকাফ যে—

(ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন বসিয়া থাকিতে পারেন ;

(খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়া তসবীহ্ করিতে পারেন এবং

(গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকিতে পারেন।

(৫) আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করিয়া এক কপর্দক-হীনভাবে সফর করিতে পারেন।

(৬) কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তাহারা পরাজয়ের নামও শুনিতে পসন্দ করে না। তাহারা পাহাড় পর্বত কাটিতে তৎপর হয় এবং নদীগুলিকে টানিয়া আনিতে উদ্যত হইয়া পড়ে। আপনি কি ইহার উপযুক্ত এবং আপনি কি মনে করেন যে, এইরূপ কুরবানীর জন্য আপনি সদা প্রস্তুত ?

(৭) আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে সমস্ত জগৎ বলিবে, 'ভুল'—আর আপনি বলিবেন, 'শুদ্ধ'। চারিদিক হইতে লোকেরা ঠাট্টা করিবে, কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখিবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বলিবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করিব'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুতধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়াইয়া পড়িবে এবং আপনি মাথা পাতিয়া বলিবেন : 'এস, প্রহার কর।' আপনি তাহাদের কাহারও কথা মানিবেন না, কেননা তাহারা মিথ্যা বলে ; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য করিবেন, কেননা আপনি সত্যবাদী।

(৮) আপনি এই কথা বলেন না যে, আপনি পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু খোদাতা'লা আপনাকে অকৃতকার্য করিয়াছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজেরই দোষের ফলশ্রুতি বলিয়া মনে করেন। আপনি বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়, যে কৃতকার্য হয় নাই, সে আদৌ পরিশ্রম করে নাই।

আপনি যদি এইরূপ হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লিগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী।

কিন্তু আপনি আছেন কোথায় ? খোদার এক বান্দা অনেকদিন হইতে আপনার অনুসন্ধান করিতেছেন। হে আহমদী যুবক ! সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হইতে চলিয়াছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হইবে। ['খালিদ' ডিসেম্বর '১৯৬৪ ইং]

সম্পাদকীয় ঃ

আজি হতে শতবর্ষ আগে

ভবিষ্যদ্বাণী ছিল শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ ইমাম মাহদী (আঃ) যখন আবির্ভূত হবেন তখন তাঁর দাবীর সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ একই রমযান মাসের নির্দ্ধারিত তারিখে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে।

আজ থেকে শত বর্ষ আগে ১৩০০ সালের ৮ই চৈত্র মোতাবেক ১৮৯৪ সালের ২৯ মার্চ অর্থাৎ ১৩ই রমযান ১৩১১ হিজরী রাতে ৬।৫২।৩৬ গতে এই প্রতিশ্রুত চন্দ্রগ্রহণ হয়। তেমনি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ২৪ চৈত্র, ৬ এপ্রিল তথা ২৮ রমযান শুক্রবার যথা সময়ে সূর্যগ্রহণ লাগে।

চন্দ্র গ্রহণের রাতে ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের পুর্ণিমার ব্রত উপবাস এবং শ্রীকৃষ্ণের দোল যাত্রা। সূর্য গ্রহণের দিনটি ছিল জুমাতুল বিদার দিন। হিন্দু সম্প্রদায়ের অমাবস্যার ব্রত উপবাস। এক কথায় হিন্দু মুসলমানের কাছে পবিত্র দিন। উল্লেখ্য যে, মুসলমানরাও চাঁদের ১৩,১৪, ১৫ তারিখ আইয়াম বেজের রোযা পালন করে থাকেন। হিন্দু মুসলমানের রোযা উপবাসের দিনে এই গ্রহণ লাগার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ ব্যাপারে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমনের অপেক্ষা করছেন। শ্রীকৃষ্ণের দোল যাত্রা উৎসবের রাতে অনুষ্ঠিত এই চন্দ্র গ্রহণটি নিয়ে হিন্দুদেরও নূতন করে ভেবে দেখার অনেক কিছু আছে। খৃষ্টান পণ্ডিতদের বিশ্বাস—যীশু খৃষ্ট ২১ মার্চে আবির্ভূত হবেন (Religion in the United States by Benson y. Landis)। অতএব খৃষ্টি সম্প্রদায়কেও ২৯ মার্চ তারিখের চন্দ্রগ্রহণটি নিয়ে বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে।

শত বর্ষ আগে আকাশে চন্দ্র সূর্যের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল ইমাম মাহদীর (আঃ) সত্যতার চিহ্নরূপে—। আর শত বর্ষ পরে আকাশে আরো একটি নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে যার সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে। এই নিদর্শনটি হল, উপগ্রহের সহায়তায় ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে ইমাম মাহদীর (আঃ) বিশ্বব্যাপী প্রচার। আকাশ পথে প্রতি দিন ঘোষণা দেয়া হচ্ছে—জায়াল মসীহ জায়াল মসীহ। মসীহ এসে গেছেন, মসীহ এসে গেছেন। কে এই মুনাদীর আহ্বান শুনে বলে উঠবে ফা আমান্না ? (নির্বাহী সম্পাদক)।

প্রত্যেক জামাত প্রতিশ্রুত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের শত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সভা ও সেমিনার করুন।

আহ্‌মদী

31st March, 1994

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ্ব এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury